সঙ্গীতকুসুমাঞ্জলি।

১১ নম্বর পটুয়াটোলা, 'কমলকুঞ্জ' নিবাসী

শ্রীগোবিনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক রচিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা

৪২।১ নম্বর বহুবাজার ষ্ট্রীট, ডি, সি, চন্দ্র প্রেসে

শ্রীমাণিকলাল চন্দ্র দ্বারা মুদ্রিত।

বৈশাখ, ১৩২৯

মূল্য 'নামমাত্র'।

উৎসর্গ।

যাঁহার বিমল প্রেমসিন্ধুর প্রত্যেক বিন্দুতে আমার প্রাণকান্তের মোহন মূরতি পূর্ণ প্রতিভাত, যাঁহার মাধুর্য্যরস-প্লাবনে আমার জীবন ও জনম চির-মধুময়, যাঁহার অমিয়-মধুর পবিত্র প্রাণের পুণ্য প্রতিভায় আমার মন প্রাণ সদাই পীযূষ-পূরিত ও পুলকিত, অব্যক্তের সেই অনির্ব্বচনীয় অভিব্যক্তির অপূর্ব্ব মধুরিমা স্মরণ করিয়া "সঙ্গীতকুসুমাঞ্জলি" তাঁহারই উদ্দেশে উৎসর্গ করিলাম।

রচয়িতা।

সূচীপত্র।

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

সঙ্গীতকুসুমাঞ্জলি

(১)

ঝিঁঝিট—একতালা।

তোমারি প্রেমেতে লভিনু জনম তোমারি প্রেমেতে ধরি মা জীবন,
তব প্রেমে পুনঃ হইবে মরণ তুমি প্রেমময়ী মা আমার ;
জাগ্রত স্বপনে যা' কিছু যখন দর্শন স্পর্শন করি মা শ্রবণ,
নাসার আঘ্রাণ রস-আস্বাদন প্রেম-আবরণ তুমি মা তার ;
তুমি গো মা মম জনক জননী তনয় তনয়া প্রাণ-প্রণয়িনী,
প্রাণের দোসর তুমি সহোদর স্নেহের ভগিনী তুমি মা আমার ;
তুমি প্রিয়তম প্রাণসখা মম তুমিই আত্মীয় প্রিয় পরিজন,
বিদেশে বান্ধব স্বদেশে স্বজন তুমি প্রাণধন সর্ব্বস্ব আমার ;
রূপে স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ রসে তুমি প্রীতি গন্ধে মধুরিমা স্পর্শে অনুভূতি,
শব্দে তুমি ব্যাপ্তি ত্রিসপ্ত-ব্যাহৃতি সকল তত্ত্বের তুমি মা সার ;
জড়ে তুমি স্থিতি জীবে প্রাণশক্তি তুমিই অব্যক্ত তুমি অভিব্যক্তি,
ভক্তি-মুক্তি-দাত্রী অগতির গতি স্মৃতি ধৃতি বুদ্ধি তুমি সবাকার ;

হিয়া মাঝে হরগৌরী হেরি যুগল মাধুরী
প্রেমানন্দে "হরি হরি" বল ভরিয়া বদন।

১৯শে ফাল্গুন, ১৩২২ শিবরাত্রি।

(৪)

কীর্ত্তনের সুর।

সাধে কি সাধি শ্রীপদ প্রেমময়ি! মা তোমার?
জীবনে মরণে মম কেহ সাথী নাহি আর;
সুখে দুঃখে সর্ব্বকালে থাকি আঁখি-অন্তরালে
হাস কাঁদ মোর সনে রক্ষা কর অনিবার;
সুখে মম হও সুখী প্রেমমাখা হাঁসিমুখী
আনন্দময়ি! মা তুমি আনন্দে ভাস অপার;
বিপদ বিষাদ শোকে যতনে মা রাখ বুকে
নিরাশা-তিমিরে তুমি হ্লাদিনী জ্যোতিঃ আশার;
জ্বলি যবে পাপানলে ছুটে আসি কর কোলে
তাপিত তৃষিত প্রাণে নির্ঝর তুমি সুধার;
অপরাধ কত শত করি গো মা অবিরত
তবু ত ধরনা কভু কিছুতে দোষ আমার;
দীন-দয়াময়ি! দেখ' এ দীনে চরণে রেখ'
শেষের সে দিনে যেন কর'না মা পরিহার।

২৪শে ফাল্গুন, ১৩২২

(৫)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

নিয়ত দোদুল্যমান হৃদি-দোল-মঞ্চোপরি
প্রাণের দুলালী দোলে এলোকেশী দিগম্বরী,
সর্ব্বাঙ্গে রুধির মাখা কালো অঙ্গ গেছে ঢাকা
নাচে কত রঙ্গভঙ্গে রঙ্গময়ী আহা মরি!
রুধিরাক্ত কেশরাশি রাঙ্গাপায়ে লুটে আসি
রাঙ্গামুখে মৃদুহাসি অপরূপ কি মাধুরী,
রুধির-রঞ্জিত ভালে দীপ্তারুণ বহ্নি কোলে
আরক্তিম শিশুশশী জ্বলে দিবা বিভাবরী;
ঘোর লোহিত-লোচনী লোহিত দশন-শ্রেণী
লোহিত রসনা লোল লোহিত অধরোপরি;
রাঙ্গা করে রাঙ্গা অসি জ্বলে জগত ঝলসি
লীলা-রসময়ী দোলে ত্রিভুবন আলো করি;
শোণিত-সিঞ্চিত উর শোণিতাক্ত পয়োধর
শোভিছে শোণিত-স্রাবি শিরোমালা বক্ষোপরি,
রুধির অলক্তরাগ-রঞ্জিত চরণযুগ
বুকে করি হের মুখ অনিমেষ আঁখি ভরি।

২রা চৈত্র, ১৩২২

(৬)

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া।

চোক কাণ বুজে মুখ টিপে ভাই গোনা দিন কাটায়ে দিবে
জীবনান্তে প্রাণকান্তে হেরে প্রাণ জুড়াইবে ;
ত্রিতাপ-জ্বলনে যত জ্বলিতেছ অবিরত
নিরখি সে প্রেমমুখ সব দুঃখ পাশরিবে ;
যা' কিছু দেখ বিষম সবই দেন সেই প্রিয়তম
স্মরি তাঁর অসীম প্রেম নীরবে সব সহিবে ;
তোমার হৃদয়স্বামী সে যে সর্ব্ব-অন্তর্যামী
মরম বেদনা তাঁরে ব'লে আর কি জানাইবে ?
থাক সব সহ্য ক'রে ডাক তাঁরে প্রাণভরে
হৃদে প্রেমসুধাশান্তি-প্রস্রবণ উছলিবে।

১৮ই চৈত্র, ১৩২২

(৭)

ভৈরবী—মধ্যমান।

সংসারের সুখে দুঃখে সতত থাকি মগন
ভুলে আছি প্রেমময়! তব রাঙ্গা শ্রীচরণ ;
তুমি নাথ! দিবানিশি অনিমেষে আছ বসি
কতক্ষণে তোমাপানে ফিরাব আমি নয়ন ;
সতত অমিয় স্বরে ডাকিতেছ প্রেমভরে
শুনিতে না পাই আমি মায়াঘোরে অচেতন ;

ওহে প্রাণ-প্রিয়তম! সদা সাথে আছে মম
তবুও তোমার কভু না হেরি প্রেম-আনন;
দয়া করি একবার ঘুচাও মোহ-আঁধার
প্রাণভরি হেরি তব রূপজ্যোতিঃ অতুলন।

১১ই বৈশাখ, ১৩২৩

(৮)

রামপ্রসাদী সুর।

বস্‌গে যা মন ঘরের কোণে,
(সদা) হেথা হোথা সেথা করে ঘুরে ঘুরে মরিস্ কেনে?
ঘরের ধন তুই ঘরেই পাবি বন বাদাড়ে কেন যাবি?
(একবার) খোল্‌রে হৃদয়-দ্বারের চাবি হের্‌বি সে হৃদয়-রতনে,
যার যা' ইচ্ছা সে তাই বলে সব কথা কি শুন্‌লে চলে?
(সেই)প্রাণের প্রাণকে পেতে হ'লে প্রাণখুলে ডাক্‌তে হয় প্রাণে;
সে আছে কাণ ক'রে খাড়া এক ডাকেতেই পাবি সাড়া,
(ওরে) ছল কপট হইলে ছাড়া পাবিরে সে প্রাণ-রমণে;
দেখা পেলে সে চিত-চোরে চোকে চোকে রাখ্‌বি ধ'রে,
(ওসে) পলকে পলায় দূরে এই কথাটী রাখ্‌বি মনে।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩

(৯)

খাম্বাজ—তেতালা।

রাধাশ্যাম আলিঙ্গিত যুগল-মাধুরী
(ভাই) আঁখি মুদি হৃদি মাঝে হের প্রাণ ভরি ;
শ্যাম অঙ্গে মিশায়েছে রাই নব গোরী
(যেন) নবীন নীরদ কোলে চমকে বিজুরী,
নীলাম্বু-লহরে যেন জাহ্নবী লহরী ;
(আর) হীরক মণ্ডিত যেন মরকতোপরি ;
দুঁহু অঙ্গ হেলাহিলি বাহু ফেরাফিরি
(আহা) তমালে জড়িত যেন কনক-বল্লরী ;
দুঁহু প্রেমে দুঁহু ভোর কিশোর কিশোরী
(ভাই) সে প্রেম-মাধুরী ছবি রাখ বুকে করি।

১৭ই আশ্বিন, ১৩২৩

(১০)

উচ্চ সংকীর্ত্তনের সুর।

(জয়) শ্রীদুর্গা দুর্গতিহরা বল্ বদন ভ'রে,
(ও তোর) পাপ তাপ রোগ শোক ভয় যাবে দূরে ;
(দুর্গে) দুঃখ-হারিণী (জপ) দিবা যামিনী
(ও তোর) সব দুঃখ দূরে যাবে জনমের তরে,
(নামে) বহিবে আনন্দ-স্রোত (ও ভাই) হৃদয়ের স্তরে স্তরে ;

(মা আমার) জগজ্জননী আনন্দরূপিণী
(সে যে) সদানন্দ হৃদে সুখে সদাই বিহরে,
(ও ভাই) সে প্রাণ-প্রতিমা খানি প্রতিষ্ঠা কর অন্তরে ;

(প্রেম) অশ্রু সিঞ্চনে ধোয়াও রাঙ্গা চরণে
(দাও) হৃদি-পদ্ম পদে অর্ঘ্য পরম আদরে,
(সে যে) আদরিণী মা আমার তাঁরে পূজরে প্রীতিভরে ;

(আত্ম) নিবেদন কর (শ্রীপদ) যুগলে তাঁর
(ও ভাই) ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি পদে দাও সাধ পূরে,
(আর) 'জয় মা দুর্গে' ব'লে বলি (দাও) কামাদি ছয় রিপুরে ;

(হ'য়ে) একাগ্র মতি (তাঁর) কর আরতি
(ও ভাই) রূপ রস আদি পঞ্চ প্রদীপ জ্বালরে,
(হের) জ্যোতির্ম্ময়ী মায়ের জ্যোতিঃ প্রতিবিম্বিত চরাচরে ;

(মা আমার) বিশ্বরূপিণী বিশ্বনাথ-মোহিনী
(ও ভাই) অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর রূপ নাহি ধরে,
(ও সেই) রূপ-সাগরে মগ্ন থাক চিরজন্ম জনমান্তরে।

১৯শে আশ্বিন, ১৩২৩, মহানবমী।

(১১)

মিশ্র খাম্বাজ—মধ্যমান।

এস ভাই! প্রাণ খুলে প্রেম-আলিঙ্গন করি
মায়ের ছেলে সবাই মিলে পরস্পরে বুকে ধরি;

সারা বরষের পর সরল করি অন্তর
হাসিমুখে কোলাকুলি করি সবে প্রাণভরি;

পাশরি অতীত স্মৃতি ভায়ে ভায়ে কর প্রীতি
আনন্দরূপিণী মায়ের সে প্রেম-মূরতি স্মরি;

শান্তির জলসিঞ্চনে জুড়াও তাপিত প্রাণে
হের শান্তিময়ী-রূপ হৃদি-সিংহাসনোপরি;

মিষ্ট মুখ কর সবে প্রাণ মধুময় হ'বে
মাধুর্য্য রসে বিভোর থাক দিবা বিভাবরী;

সিদ্ধিবারি পান কর সিদ্ধিস্বরূপিণী স্মর
সিদ্ধেশ্বর-সিদ্ধমন্ত্র জপ সদা "হরি হরি"।

২০শে আশ্বিন, ১৩২৩, বিজয়া দশমী।

(১২)

কীর্ত্তনের সুর।

ওহে দীননাথ !

(নাথ) এ দীনের কি সে দিন হবে ?

(তব) স্বরূপ-চিন্তনে জাগ্রত স্বপনে

মন প্রাণ মজে রবে ;

(তব) নাম উচ্চারণে এ দু'টি নয়নে

প্রেম-সিন্ধু উথলিবে ;

(আর) শ্রবণে স্মরণে এ দেহ ধারণে

বিদেহানুভূতি হবে ;

(কবে) স্থাবর জঙ্গমে পশু বিহঙ্গমে

আত্ম-দরশন হবে ?

(আর) পুরুষ প্রকৃতি বায়ু বারি ক্ষিতি

ভেদাভেদ জ্ঞান যাবে ;

(তব) অতুলন জ্যোতিঃ অমিয় মূরতি

জীবে জড়ে বিকসিবে ;

(আর) হেরি সে অনুপ অপরূপ রূপ

আঁখি নিমীলিত হবে।

২৯শে আশ্বিন, ১৩২৩

(১৩)

বিভাষ মিশ্র—ঝাঁপতাল।

(ও ভাই) 'মা' 'মা' ক'রে প্রতি ঘরে ঘরে
ডেকে দেখ সাড়া পাও কিনা,
(মা আমার) কত রূপ ধ'রে চোখে চোখে ফেরে
দেখেও তাঁহারে দেখ না ;
(সে যে) কোথাও জননী পীযূষদায়িনী
বাৎসল্য প্রেমেতে মগনা,
(আবার) খেলার সঙ্গিনী কোথা বা ভগিনী
স্মিত-বিকসিত বদনা ;
(মা আমার) প্রাণের প্রতিমা কভু প্রিয়তমা
পতিপ্রাণা সতী ললনা,
(আবার) কোথাও নন্দিনী আনন্দরূপিণী
কত রূপে করে ছলনা ;
(একবার) আঁখি মিলে হের সবার ভিতর
সতত মা বিরাজমানা,
(আর) 'মা' 'মা' ব'লে উঠ গিয়া কোলে
জুড়াও সকল যাতনা।

৩০শে আশ্বিন, ১৩২৩

(১৪)

কীর্ত্তনের সুর।

(মা আমার) অনন্ত অখণ্ড বিরাট ব্রহ্মাণ্ড-
ব্যাপিনী ভুবনমোহিনী,
(সে যে) ক্ষিতি-বহ্নি-নীরে গগনে সমীরে
পঞ্চভূত-অধিবাসিনী ;
(মা আমার) বিশ্বচরাচরে সর্ব্বত্র বিহরে
জীবে জড়ে সমভাবিনী,
(আর) অন্তরে বাহিরে দশদিকে ফিরে
সতত প্রত্যক্ষরূপিণী ;
(মা আমার) নবোদিত-রবি-করে প্রেমছবি
অনুপম জ্যোতিঃ হ্লাদিনী,
(আবার) বিমল আকাশে শশাঙ্ক-বিকাশে
কৌমুদী তিমির-নাশিনী ;
(সে যে) নীল-সিন্ধুনীরে মৃদুল সমীরে
সুধীর-গম্ভীর-নাদিনী,
(আবার) নব জলধরে লুকোচুরী করে
খল খল হাস্যবদনী ;
(মা আমার) ভূধর প্রান্তরে জঙ্গম স্থাবরে
সঙ্গোপনে নিত্যসঙ্গিনী,

(আবার) গহন কান্তারে মরুভূ-মাঝারে
অভয়া বিপদনাশিনী ;
(সে যে) সরিৎ নির্ঝরে তটিনী-লহরে
কলনাদে প্রাণতোষিণী,
(আবার) পত্রপুষ্প ফলে লতাগুল্মদলে
বিবিধ-বিচিত্র-বরণী ;
(মা আমার) মধুর বসন্তে চতুর দিগন্তে
কুহুরবে বিশ্বমোহিনী,
(আবার) নিদাঘ ভীষণে সান্ধ্য সমীরণে
সুখ-শীত-স্নিগ্ধ-স্পর্শিনী ;
(সে যে) দুরন্ত প্রাবৃষে কাদম্বিনী মিষে
নিয়ত অমৃতবর্ষিণী,
(আবার) শরতে বিমলে সরসী-সলিলে
বিকচ-নলিনী-মালিনী ;
(মা আমার) হেমন্ত শিশিরে মধুর মিহিরে
তাপ দানে শীত-নাশিনী,
(সেই) সর্ব্বত্র-স্ফূরণ মূরতি মোহন
চিন্তয় দিবস রজনী।

১লা কার্ত্তিক, ১৩২৩

(১৫)

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

ও কে রে বিহরে হরহৃদি-পরে
এলোকেশী দিগম্বরী,
(জিনি) কোটী সৌদামিনী জ্যোতিঃ-বিকাশিনী
ত্রিভুবন আলো করি ;
(ও তার) ভালে শশধর জ্বলে নিরন্তর
বৈশ্বানর কোলে করি,
(আর) নয়ন যুগলে তপন উজলে
অপরূপ আহা মরি ;
করে বরাভয় অসি মুখে অট্ট হাসি
শিরোমালা বক্ষোপরি,
(ও যার) অরুণ চরণ ধ্যানে নিমগন
বিধি বিষ্ণু ত্রিপুরারি ;
(ও ভাই) মন প্রাণভরি সেরূপ মাধুরি
আঁখি মুদে হৃদে হেরি,
(সদা) দিয়ে করতালি 'কালী' 'কালী' 'কালী'
বল'রে বদন ভরি।

৯ই কার্ত্তিক, ১৩২৩, শ্যামাপূজা।

(১৬)

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

এস গো মা শ্যামা পরাণ-প্রতিমা হরমনোরমা ভুবনমোহিনী,
হৃদি-পদ্মোপরি দিবস শর্ব্বরী বিরাজ কর মা বিরাট-রূপিণী ;
কোটী রবি জিনি জ্যোতিঃ-স্বরূপিণী কোটী পূর্ণশশী স্নিগ্ধ সুহাসিনী'
দিগন্ত-ব্যাপিনী স্থিরা সৌদামিনী মদনমথন-হৃদয়বাসিনী ;
জগত জননী ওমা ত্রিনয়নী শিব সনে এস শিব-সিমন্তিনী,
অশিব-নাশিনী শিব-প্রদায়িণী জীবের জীবন স্বজন-পালিনী ;
পূজিব তোমারে প্রাণের মাঝারে পরম আদরে ওমা আদরিণী,
জীবনে মরণে জাগ্রত স্বপনে বুকে করি রব চরণ দু'খানি।

৮ই পৌষ, ১৩২৩

(১৭)

ঝিঁঝিট—একতালা।

কখন' তোমারে বলি নাই কিছু প্রাণান্তেও কভু বলিব না,
আজীবন আমি নীরবে সহিব এ ভব-দহন যন্ত্রণা ;
পাছে তুমি নাথ! ব্যথা পাও প্রাণে সেই ভয়ে আমি কাঁদিব না,
নয়নের জল মিশায়ে নয়নে লুকাইব মনোবেদনা ;
ত্রিতাপ জ্বলনে মরিলেও জ্ব'লে সে জ্বালা তোমারে জানাব না,
অনিমেষে তব মুখপানে চাহি পাশরিব সব যাতনা ;
করমের ফলে ভুগি যত দুঃখ সে সকলি তোমার করুণা,
মরমে পুড়িয়া মরিলেও আমি তব প্রেম কভু ভুলিব না ;

যখন যে ভাবে রাখ তুমি নাথ! তাই ভাবি তোমার সাধনা,
ও রাঙ্গা চরণে শরণ লইনু দেখ' যেন পায়ে ঠেল' না।

৫ই শ্রাবণ ১৩২৪

(১৮)

ঝিঁঝিট—একতালা।

মধুর বৃন্দা-বিপিন মাঝ শ্রাবণ-পূর্ণিমা রজনী আজ
সাজই শ্যাম মোহন সাজ দোলে কমলিনী কোলে গো;
মৃদুল দোলনে যুগল মাধুরী অপরূপ অতুলন আহা মরি
বিনোদিনী সনে বিনোদবিহারী বিনোদ বিনোদ দোলে গো;
প্রাণরমণ কিশোর কিশোরী চল গিয়া হেরি মন প্রাণ ভরি
দোলে দোঁহে যথা হিন্দোলা উপরি ত্রিভুবন আলো করি গো
সুরভি বনকুসুম তুলিয়া মনোসুখে মালা বিনোদ গাঁথিয়া
দুঁহু গলে মোরা দিব পরাইয়া হেরিব আপনা পাশরি গো;
দোল দিব মোরা শ্রীরাধাগোবিন্দে শরণ লইব চরণারবিন্দে
ভাসিয়া যাইব প্রেম-আনন্দে গাহিব হিন্দোলা গীতি গো।

১৭ই শ্রাবণ, ঝুলনযাত্রা, ১৩২৪

(১৯)

কীর্ত্তনের সুর।

এস আজি ভাই! সবে মিলে গাই
গোবিন্দ মঙ্গল গীতি,
যাঁহার জনম শুভ মহোৎসবে
প্রেমানন্দে ভাসে ক্ষিতি;

ত্রিদিবে ত্রিদশ হরষে বিবশ
মাধব দরশ আশে,
কংস কারাগারে গভীর আঁধারে
কোটী পূর্ণশশী হাসে;

হেরিয়া সে জ্যোতিঃ দেবকী প্রসূতি
জঠর যাতনা ভোলে,
বিশ্ব-প্রসবিতা- প্রসবিনী সতী
পূর্ণব্রহ্ম করি কোলে;

শিশু প্রসূতির আঁখির মিলনে
অপূর্ব্ব মাধুরী হেরি,
বসুদেব-প্রাণে প্রেমের তরঙ্গ
দু'নয়নে বহে বারি;

বাৎসল্য রসের অমিয় পাথারে
লীলারসময় হরি,
ভাসিছেন হাসি শিশুরূপ ধরি
চল দরশন করি।

২৪শে শ্রাবণ, জন্মাষ্টমী, ১৩২৪

(২০)

কীর্ত্তনের সুর।

মধুর মধুর অতি সুমধুর
তরুণ অরুণ জ্যোতি,
ভুবন গগন গোলোক ছাইল*
বিশ্ব-বিমোহন ভাতি;

সে অমিয় স্নিগ্ধ জ্যোতির সাগরে
নীলকান্ত চমকিল,
যাহার ঝলকে পূরিল পুলকে
অনন্ত বিশ্ব অখিল;

বহু ভাগ্যবতী রাণী যশোমতী
কোলে নিল নীলমণি,
গোকুল ভরিয়া উঠিল অমনি
সুমঙ্গল শঙ্খধ্বনি;

গোপরাজ নন্দ হেরিয়া গোবিন্দ
আনন্দ-সাগরে ভাসে,
বৃন্দাবনবাসী নর নারী সবে
কৃষ্ণ-দরশন আশে;

গৃহ পরিহরি আপনা পাশরি
প্রাণের আবেগে ধায়,
নন্দরাণী কোলে শ্রীনন্দদুলালে
কে দেখিবি তোরা আয়।

২৫শে শ্রাবণ, নন্দোৎসব, ১৩২৪

(২১)

বেহাগ খাম্বাজ—মধ্যমান।

কেমনে লুকাবে তুমি ওমা বিশ্ববিমোহিনি!
(আমি) অন্তরে বাহিরে তোমায় হেরি দিবস যামিনী,
যে দিকে ফিরাই আঁখি তব প্রেমমুখ দেখি
কেমনে দিবে মা ফাঁকি আমি যে তোমারে চিনি,
শারদ সুনীল স্বচ্ছ গগনমণ্ডলে তুমি
প্রাণারাম স্নিগ্ধ শ্যাম জ্যোতির্ম্ময়ী মা জননী,
নীল জলনিধি-জলে তুমি শ্যামা তরঙ্গিণী
তরুলতা তৃণগুল্মে অপরূপ শ্যামাঙ্গিনী,
ধরাধর-বক্ষে হেরি শ্যাম আবরণ তুমি
তটিনী-তরঙ্গে নাচ তুমি মা কলনাদিনী,
শ্যামল জলদ কোলে খলহাস্যমুখী তুমি
সৌদামিনী রূপে আলো কর তুমি কালোরাণী,
শশাঙ্ক-কলঙ্কে হেরি তুমি প্রত্যক্ষরূপিণী
অমিয় মাধুরীমাখা প্রাণমনোবিমোহিনী,
আঁখি-অভিরাম জ্যোতিঃ অরুণ-কিরণে তুমি
গলিত কাঞ্চনে তব ললিত কান্তি লাবণী,
পতি-সোহাগিনী সতী-হৃদে প্রেম-তরঙ্গিণী
হাসিমাখা শিশু মুখে তুমি আধ আধ বাণী,
পুষ্পে গন্ধ মকরন্দ ফলে মধুরতা তুমি

প্রেম-আলিঙ্গনে তুমি সুখস্পর্শ-স্বরূপিণী,
রূপ রস গন্ধ স্পর্শে প্রাণভরা রূপে তুমি
ভুবন ভরিয়া আছ ওমা ভুবনমোহিনী,
দুনয়নে ধরে না মা তব রূপের লাবণী
আঁখি মুদে তাই হৃদে ভাবি দিবস রজনী।

৯ই ভাদ্র, ১৩২৪

(২২)

খাম্বাজ—ঠুংরি।

নব জলধর শ্যাম কলেবর
প্রাণমনোহর রূপ চিন্তয় রে,
সে লাবণ্য-ভাতি কোটী চন্দ্রকাঁতি
হের দিবারাতি হৃদয় মাঝারে;
ললিত ললাম আঁখি অভিরাম
জ্যোতিঃ স্নিগ্ধশ্যাম সুধাসিঞ্চিত রে,
সে অমিয় জ্যোতিঃ মধুর মূরতি
সদা সর্ব্বভূতে প্রতিবিম্বিত রে;
গগনমণ্ডলে জলনিধি-জলে
জলদপটলে তারকানিকরে,
তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গে তরুলতা-অঙ্গে
তটিনী-তরঙ্গে প্রেমালিঙ্গিত রে;

সুধাংশু-সুহাসে বিজলী-বিকাশে
সে শ্যামল জ্যোতিঃ মন প্রাণ হরে,
তপন-কিরণে দীপ্ত হুতাশনে
গলিত কাঞ্চনে পরিস্ফুরিত রে ;
জাগ্রত স্বপনে জীবনে মরণে
হের সে মাধুরী বহিরভ্যন্তরে।

২৮শে ভাদ্র, ১৩২৪

(২৩)

ঝিঁঝিট—একতালা।

শারদ সুনীল বিমলাকাশে পূর্ণিমা-চন্দ্রমা মধুর হাসে
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আনন্দে ভাসে রাস-দরশন আশে গো,
শ্রীরাসমণ্ডলে কিশোর যুগলে ব্রজাঙ্গনাগণ ঘেরিয়া সকলে
প্রেমানন্দে ভাসি নাচে কুতূহলে শ্যামচাঁদ পাশে হাসিছে গো,
কাননে কুসুমকলিকা ফুটে মালতী মল্লিকা সুরভি ছুটে
ভ্রমর ভ্রমরী আসিয়া জুটে চরণকমলে লুটিছে গো,
শাখিশিরে বসি গাহে শুকশারী আনন্দে নাচিছে ময়ূর ময়ূরী
দেবগণ সুখে হেরে সে মাধুরী মাঝে মাঝে বাঁশী বাজিছে গো,
শুনি সে মোহন মুরলী তান স্থাবর জঙ্গম আকুল প্রাণ
যমুনা উছলি বহে উজান সখীগণ গান করিছে গো,
পুলকে পূরিল নিখিল ভুবন সে লীলা-মাধুরী করি দরশন
চল চল সবে জুড়াবে জীবন হেরিয়া শ্রীরাধারমণ গো।

১৩ই কার্ত্তিক, শারদীয়া পূর্ণিমা, ১৩২৪

(২৪)

খাম্বাজ—ঠুংরি।

এ বিশ্ব ভুবনে জড়ে বা চেতনে যখন যেখানে ফিরাই নয়ন,
সবার ভিতর হেরি হে তোমার প্রাণ-মনোহর মূরতি মোহন ;
শশাঙ্কতপনে গ্রহতারাগণে হেরি হে তোমার জ্যোতি অতুলন,
নব জলধরে জলধি লহরে শুনি হে তোমার গভীর নিঃস্বন ;
তরুলতাশিরে তটিনী নীরে হেরি হে তোমার সুধীর কম্পন,
পর্ব্বতে প্রান্তরে দিগ্‌দিগন্তরে তোমার রূপের মধুর স্ফূরণ ;
বিহঙ্গ-কূজনে মৃদু সমীরণে শুনিহে তোমার ললিত লপন,
শারদ অম্বরে পূর্ণ শশধরে হেরি হে তোমার হাস্য বিমোহন ;
সরসীর জলে ফুল্ল শতদলে হেরি হে তোমার রাতুল চরণ,
সতীর যৌবনে পতি-সম্মিলনে হেরি ও চরণে আত্মসমর্পণ ;
প্রসূতির স্তনে ক্ষীর নির্ঝরণে হেরি তব প্রেম-অমৃতক্ষরণ,
শিশুর বদনে স্নেহের চুম্বনে তোমার বাৎসল্য প্রেমের প্লাবন ;
বন্ধুহৃ-প্রণয়ে প্রাণ বিনিময়ে হেরি হে তোমার প্রেম-আলিঙ্গন,
প্রেমিক নয়নে অশ্রু-প্রস্রবণে প্রতিবিম্বিত হে তব প্রেমানন,
জীবনে মরণে কাতর পরাণে ও রাঙ্গা চরণে করি নিবেদন,
যেন ও মাধুরী মন প্রাণ ভরি হেরি হয় হে হরি আত্ম-বিস্মরণ।

২০শে মাঘ, ১৩২৪

(২৫)

কীর্ত্তনের স্থর।

মধুর মধুর সুমধুরতর
অমিয় লহর নাম,
(এই) রসময় নাম জপ অবিরাম
সর্ব্বসুমঙ্গলধাম,
(এ নাম) আনন্দ-প্লাবন প্রেম-প্রস্রবণ
সুধাময় প্রাণারাম,
(নামে) তাপিত হৃদয় সুশীতল হয়
পূর্ণ হয় মনস্কাম,
(এ নাম) বিপদনাশন শান্তি স্বস্ত্যয়ন
পরম আনন্দধাম,
(ও ভাই) প্রেমানন্দে মাতি গাও দিবারাতি
হরে কৃষ্ণ হরে রাম।

১লা চৈত্র ১৩২৪

(২৬)

ঝিঁঝিট—একতালা।

মধুর বাসন্তী পূর্ণিমা দিনে মাধুরীময় শ্রীবৃন্দাবিপিনে
ব্রজাঙ্গনাগণ রাধারাণী সনে ঘিরেছে অনঙ্গ মোহনে গো,
কুঙ্কুম কস্তুরি অঞ্জলি ভরিয়া মনোসুখে শ্যাম অঙ্গে মাখাইয়া
নবীন লাবণ্যভাতি নিরখিয়া প্রেমানন্দে যায় ভাসিয়া গো,
অরুণ-রঞ্জিত সুনীল গগন জিনি শোভা বিশ্ব ভুবন ভুলন
অপরূপ আহা মরি অতুলন যোগিজন মনোমোহন গো,
সুচিকণ শ্যাম কুঞ্চিত কুন্তল আবিরে আবৃত করে ঝলমল
সিন্দুর শোভিত যেন ভৃঙ্গদল বেষ্টিত বদনকমল গো,
রাঙ্গা চূড়ামাঝে রাঙ্গা শিখিপাখা রাঙ্গা ভালে রাঙ্গা অলকা তিলকা
আঁখি অরুণিমা নাহি যায় দেখা রাঙ্গা রঙে ঢাকা গিয়াছে গো,
রাঙ্গা মুখে আজ নাহি ধরে হাসি রাঙ্গা হাতে শোভে রাঙ্গা
মোহন বাঁশী
রাঙ্গা গলে শোভে রাঙ্গা ফুলরাশি কালোশশী রাঙ্গা হয়েছে গো,
রাঙ্গা ধটি শোভে রাঙ্গা কটি 'পরি রাঙ্গা নুপূর বাজে মধুর ঝঙ্কারি
রাঙ্গা চরণ দুটি এস বুকে করি আনন্দে আপনা পাশরি গো।

১৩ই চৈত্র পূর্ণিমা ১৩২৪

(২৭)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

ও রাঙ্গা চরণ প্রান্তে কোটী কোটী জনমান্তে
দাঁড়ায়েছি প্রাণকান্ত ! একান্ত বাসনা করি,
চাহিবে কৃপা-নয়নে কাঙ্গালের মুখপানে
ও আঁখি অমিয় জ্যোতিঃ হেরিব পরাণ ভরি ;
অনিমেষে চাহি রব প্রাণান্তে কিছু না কব
নিরখিব শুধু তব মোহন রূপমাধুরী ;
ও মুখে মধুর স্মিত হেরিতে তৃষিত চিত
হাসিমুখে চাহ নাথ ! জনম সফল করি,
হেরিতে হেরিতে যেন তব হাসা বিমোহন
পদে সঁপি প্রাণ মন হরি হরি বলে' মরি।

২৬শে বৈশাখ, ১৩২৫

(২৮)

ঝিঁঝিট—একতালা।

মধুর মাধবী পৌর্ণমাসী গগনে মধুর চাঁদের হাঁসি
মোহনিয়া মুখে মোহন বাঁশী মধুর মধুর বাজিছে গো,
নিশীথে নিভৃত নিকুঞ্জমাঝে সেজেছেন শ্যাম কুসুম সাজে
হেরি সে মোহন মাধুরী লাজে কুসুম-সায়ক মরেছে গো,

প্রফুল্ল মল্লিকা মালতী যূথিকা চামেলী চম্পক কুন্দ শেফালিকা
যতনে তুলিয়া যতেক গোপিকা শ্যামাঙ্গে পরায়ে দিয়াছে গো,
মোহন চূড়ায় মালতী গুচ্ছ ঢেকেছে নীলিম ময়ূর পুচ্ছ
কোটী শশীকাঁতি করিয়া তুচ্ছ উজল মধুর শোভিছে গো,
আধ বিকসিত চম্পক কুন্তল শ্রবণ যুগলে করে ঝলমল
কপোলে বকুল-খচিত কুন্তল মৃদুল পবনে উড়িছে গো,
ললাটে চন্দন অলকা তিলকা ফুলসাজে আর নাহি যায় দেখা
সুচারু গ্রথিত মল্লিকা-কলিকা সারি সারি সারি শোভিছে গো,
গলে বনফুল-মালা সুচিকণ অতি অপরূপ জ্যোতি অতুলন
যোগিজন মন ভুবন ভুলন বিনোদ বিনোদ দুলিছে গো,
ফুলের মুরলী প্রফুল্ল বদনে মাঝে মাঝে বাজে সুমধুর তানে
শ্যামের অধর-অমৃত সিঞ্চনে জগত প্লাবিত করিছে গো,
কটিতটে ঝুলে ফুলের ঝালর কুসুম-রচিত ধটি মনোহর
চরণ যুগলে ফুলের নূপুর নীরব সঙ্গীতে বাজিছে গো,
বিচিত্র নির্ম্মিত ফুলের দোলনে বসাইয়া রাধা মদনমোহনে
গোপীগণ সবে অতৃপ্ত নয়নে যুগল মাধুরী হেরিছে গো,
চল চল সবে চল ত্বরা করি হেরি গিয়া মন প্রাণ আঁখি ভরি
প্রাণের যুগল কিশোর কিশোরী চরণে জীবন সঁপিয়ে গো।

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ফুলদোল, ১৩২৫

(২৯)

ঝিঁঝিট—একতালা।

হের শিবকালী যুগল মাধুরী মন প্রাণ ভরি দিবস শর্ব্বরী
অর্দ্ধেন্দুশেখর বাম অঙ্কোপরি কোটী পূর্ণেন্দু নিভাননী,
অমল ধবল রজত অচল অসংখ্য শশাঙ্ক জিনি সমুজ্জ্বল
অতুল অমিয় জ্যোতি ঢল ঢল কাঁতি অতি মনোহারিণী,
শিরে সুরধুনী ধ্বনি কল কল ভালে ইন্দুমাঝে জ্বলিছে অনল
কোলে ইন্দুমুখী হাসে খল খল সুমধুর অট্টহাসিনী,
শিবের সর্ব্বাঙ্গ বিভূতি-ভূষিত শ্যামাঙ্গিনী অঙ্গ শোণিতরঞ্জিত
অনঙ্গারি-গলে ভুজঙ্গ লম্বিত এলোকেশী মুণ্ডমালিনী,
ত্রিশূল ডমরু শোভে শিব-করে বরাভয় অসি ভবভয় হরে
হর কটিতট বেড়া বাঘাম্বরে দিগম্বরী বিশ্বমোহিনী,
প্রফুল্ল কমল জিনি সুকোমল শিবকালী রাঙ্গা শ্রীচরণতল
বুকে করি হের অভেদ যুগল জগত-জনকজননী।

৩রা আষাঢ়, ১৩২৫

(৩০)

বেহাগ খাম্বাজ—ঠুংরি।

জগত মোহন রূপে ত্রিজগত আলো করি
বসেছেন জগন্নাথ বিচিত্র বিমানোপরি,
কোটী রবি তারা শশী জ্বলে দীপ দিবানিশি
বিবিধ বরণ ধ্বজা উড়ে তাহা সারি সারি,
মহাশূন্য পথে রথ প্রধাবিত অবিরত
অনন্ত দিগ্‌ দিগন্ত প্রণব নির্ঘোষে ভরি,
রথ চক্র শত শত বিরাট বিশ্বজগত
সমকেন্দ্রে ওতপ্রোত ঘূরিছে দিবাশর্ব্বরী,
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড জুড়ি প্রেমরজ্জু আছে পড়ি
চল চল চল ধরি প্রাণপণে দৃঢ় করি,
আজি রথযাত্রা দিনে এস আছ যে যেখানে
সবে মিলে এক প্রাণে রথ আকর্ষণ করি,
বিশ্বম্ভর বিশ্বনাথে হেরিলে ব্রহ্মাণ্ড রথে
আর এ ভবের পথে আসিতে না হয় ঘুরি,
তাই বলি আঁখি ভরি হেরি ওরূপ মাধুরী
মাতি প্রেম-রসোল্লাসে বল সবে হরি হরি।

রথযাত্রা ২৭শে আষাঢ়, ১৩২৫

(৩১)

বেহাগ—আড়া।

বাঁশী বাজাও হে জোরে,
আর কোন রব যেন প্রাণে না পশিতে পারে
সুমধুর বংশীধ্বনি জাগ্রত স্বপনে শুনি
আপনা পাশরি যেন থাকি হে সদা বিভোরে,
বিরাট বিশ্বজগত যে ধ্বনি শুনি সতত
আনন্দেতে উনমত ঘুরে ঘুরে নৃত্য করে,
সে বংশীরবে মোহিত আকুল আত্মবিস্মৃত
থাকি যেন সমাহিত চিরজন্ম জন্মান্তরে
বংশীধারী এই কর সব রবের ভিতর
তব বাঁশী নিরন্তর বাজে যেন সমস্বরে,
মোহন মূরলী গীত নিশিদিন নিনাদিত
হয় যেন প্রাণনাথ! মম শ্রবণ বিবরে,
শুনিতে শুনিতে বাঁশী যেন ও চরণে মিশি
এই ক'র কালোশশী এ কাঙ্গালে দয়া ক'রে।

১৪ই শ্রাবণ, ১৩২৫

(৩২)

ঝিঁঝিট—একতালা।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রং নন্দহৃদয়নন্দনম্
গোপীজনজীবনধন-বৃন্দাবিপিনচারিণম্ ;
ভানুকোটিবিম্বিততনুমিন্দুকোটিনির্ম্মলম্
কোটিমদনদর্পদহনবদনকান্তিমুজ্জ্বলম্ ;
ইন্দীবরনিন্দিতরুচিশ্যামল মতিশোভনম্
বিশ্বভুবনপ্রাণরমণনয়নজ্যোতি মোহনম্ ;
কুন্তলশোভিগণ্ডযুগলমরুণাধরপল্লবম্
মধুরমুরলীধ্বনিবিমোহিতযোগিজনপ্রাণবল্লভম্ ;
শিরসি শিখিপুচ্ছচন্দ্রমণ্ডিতচারুচূড়কম্
উরসি বনকুসুমমালাধারিণং মনোহারিণম্ ;
কটিতটধৃতপীতবসনচুম্বিতপাদপঙ্কজম্
শিবপুরন্দরবিরিঞ্চিবাঞ্ছিতচরণনূপূরনিকণম্ ;
বন্দে শ্রীযমুনাপুলিনকুঞ্জবনবিহারিণম্
কালীয়নাগদমনম্শ্রীগোবর্দ্ধনধারিণম্ ;
শ্রীরাসমণ্ডলমধ্যগং শ্রীরাধিকাসমন্বিতম্
বন্দে যুগলকিশোরচরণদ্বন্দ্বং সুসমাহিতম্ ।

১লা ভাদ্র, ১৩২৫

(৩৩)

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

মা আমার মঙ্গলময়ী সর্ব্বশুভসুমঙ্গলা
অশান্তি শোক সন্তাপ সবই তাঁর মঙ্গল লীলা,
নিত্য লীলাময়ী তিনি পরমানন্দরূপিণী
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তাঁর অখণ্ড আনন্দ মেলা,
ভাগ্য চক্র বিবর্ত্তন যখন হয় যেমন
সবই রঙ্গময়ী মায়ের রঙ্গরস লীলাখেলা,
সে লীলা পুষ্টির তরে থাকরে সব সহ্য করে
মায়ের মুখে হাসি হেরে হওরে আপন ভোলা,
ভোলানাথ যে শ্রীচরণ বক্ষে করেন ধারণ
স্মর তাহা অনুক্ষণ জুড়াবে সকল জ্বালা।

২৬শে ভাদ্র, ১৩২৫

(৩৪)

সাহানা—ঝাঁপতাল।

এস মা দুর্গতিহরা দুঃখভরা হৃদিপরে
তাপিত তৃষিত প্রাণে ডাকিগো মা ত্রাহিস্বরে।
পাপ তাপ তুষানলে দিবানিশি মরি জ্বলে
কোথা গো মা লহ কোলে মুখ চুমি স্নেহভরে।

'মা' 'মা' ব'লে কেঁদে কেঁদে বেড়াই মা পথে পথে
ব্যথা কি পাওনা হৃদে আছ গো মা কেমন ক'রে ?
ব্যাকুল ব্যথিত প্রাণে চেয়ে আছি মুখপানে
চাহ মা কৃপা-নয়নে দীন হীন সকাতরে,
তুমি মা করিলে কোলে সব জ্বালা যাব ভুলে
ভাসিব সুখ-সলিলে চির জনমের তরে।

ষষ্ঠীর আবাহন, ২৪শে আশ্বিন, ১৩২৫

(৩৫)

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

হৃদয় দ্বাদশদলে ফুল্ল-শতদলমুখী
(এসে) দাঁড়াও মা দশভুজে দশেন্দ্রিয় রুদ্ধ করি,
প্রাণের মাঝে সঙ্গোপনে পূজি পরম যতনে
(তেমার) প্রাণ-জুড়ান পা দু'খানি রাখিব মা বুকে করি,
নীরবে চাহিয়া রব প্রাণান্তে কিছু না কব
(আমি) আঁখি ভরি নিরখিব ও প্রেমমুখ মাধুরী,
মোহন মধুর স্মিত হেরি জুড়াইব চিত
(আমি) হইব আত্মবিস্মৃত অতীত সব পাশরি,
তুমি আর আমি রব লয় পাবে আর সব
(তখন) মায়ে পোয়ে এক হ'য়ে থাকিব দিবাশর্ব্বরী,
প্রেমময়ি! মা আমার হৃদে এস একবার
(আমি) প্রাণভ'রে বুকে ক'রে জনম সফল করি।

সপ্তমী পূজা, ২৫শে আশ্বিন, ১৩২৫

(৩৬)

বেহাগ খাম্বাজ—ঠুংরি।

জীবনের সন্ধিক্ষণে বহু জন্ম অবসানে
তোমা সনে হ'ল মাগো মধুর মিলন,
কোটী কল্প পূর্ব্বস্মৃতি নিমেষে উঠিল ফুটি
ভাঙ্গিল ভবের ঘোর অলীক স্বপন,
তুমি মা ধরিলে বুকে আদরে চুমিলে মুখে
স্তনদানে তুষিলে মা তৃষিত জীবন,
তব প্রেমমুখ দেখি পলক না ফেলে আঁখি
বক্ষে বহে অবিরল অশ্রু-প্রস্রবণ,
পুলক-পূরিত অঙ্গে নীরবে তোমার সঙ্গে
আঁখি প্রতিঘাতে কত হ'ল আলাপন,
বাৎসল্য রসের তব হেরি ভাব অভিনব
অ ময়-প্লাবনে আজি ভাসে প্রাণমন,
এ শুভ মিলন দিন স্মরি যেন হই লীন
চরমে চরণে তব এই নিবেদন।

মহাষ্টমী সন্ধিপূজা, ২৬শে আশ্বিন, ১৩২৫

(৩৭)

ঝিঁঝিট—একতালা।

অনন্ত অখণ্ড শ্রীরাস মণ্ডল অসংখ্য শশাঙ্ক উজল গো
তার মাঝে রাজে প্রেমে ঢল ঢল নবল কিশোর যুগল গো,
সেরূপ মোহন মাধুরী নেহারি গ্রহ তারাগণ আপনা পাশরি
অনিমেষ আঁখি দাঁড়ায়েছে ঘেরি বিমল আনন্দে বিহ্বল গো,
ভূধর নির্ঝর তটিনী সাগর তরু লতা গুল্ম জঙ্গম স্থাবর
প্রেমানন্দ ভরে নীরব নিথর এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সকল গো,
যে আছে যেখানে নিখিল ভুবনে চেয়ে আছে সবে চকিত নয়নে
প্রাণভরি হেরি পরাণ-রমণে করিছে জনম সফল গো,
বিরিঞ্চি নারদ শিব পুরন্দর বক্ষে বহে প্রেম-অশ্রু দরদর
হেরি অভিনব রূপ মনোহর নব জলধর শ্যামল গো,
যোগী ঋষি দেব অপ্সর কিন্নর গন্ধর্ব্ব চারণ সিদ্ধ বিদ্যাধর
পিশাচ দানব যক্ষ রক্ষ নর অপূর্ব্ব উল্লাসে উছল গো,
ডালে ব'সে সুখে হেরে শুক শারী গ্রীবা উচ্চ করি ময়ুর ময়ুরী
নীরবে ভ্রমিছে ভ্রমর ভ্রমরী ঘেরিয়া চরণ কমল গো,
ষড় ঋতু সবে একত্র বিরাজে সেজেছে প্রকৃতি সুমধুর সাজে
ত্রিভুবন ত্যজি পলায়েছে আজি মদন আতঙ্কে আকুল গো,
সুরভি কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে ফুটিয়াছে আজি পুঞ্জে পুঞ্জে
প্রাণ মনোরম পুণ্য পরিমলে স্বরগ মরত ভরল গো,

কৃমিকীট মীন কুর্ম্ম সরীসৃপ পশু বিহঙ্গম পতঙ্গ পন্নগ
জগত মাঝারে আছে যত জীব রাস-রসে সবে মাতল গো,
স্মরি সে বিচিত্র লীলার মাধুরী হিয়া মাঝে হেরি শ্রীরাসবিহারী
যুগল চরণে লওগে শরণ পরাণ করিয়া সরল গো,
জীবে জড়ে সবে দেখিবে তখন অমল উজল সেরূপ চিদ্ঘন
প্রকৃতি পুরুষ অভেদ মিলন হৃদয় হইবে শীতল গো।

৩০শে কার্ত্তিক, রাসযাত্রা, ১৩২৫

(৩৮)

বেহাগ খাম্বাজ—ঠুংরি।

শ্রীরাস-মণ্ডল মাঝে ভুবন-মোহন সাজে
বিরাজেন হের আজি শ্রীরাধা-প্রাণরমণ,
কোটী পূর্ণশশী সম তনুজ্যোতিঃ অনুপম
মধুর চিকণ-শ্যাম মদনমোহন,
প্রেমময় আজি রঙ্গে ভাসেন প্রেম-তরঙ্গে
নাচিছেন কত ভঙ্গে ত্রিভঙ্গ বংশীবদন,
সঙ্গে লয়ে ব্রজবালা করিছেন রাসলীলা
আনন্দে আপন-ভোলা ভোলানাথের প্রাণধন
রাস-রসময় হরি বামে প্রাণের কিশোরী
(এস) যুগল মাধুরী হেরি চরণে সঁপি জীবন।

২৭শে কার্ত্তিক, রাসযাত্রা, ১৩২৫

(৩৯)

কীর্ত্তনের সুর।

রাস-রসে ভোর যুগল কিশোর প্রেমময় প্রেমময়ী
ভুবন-ভুলন মূরতি মোহন প্রাণ ভরি হের ওই,
গোকুল অঙ্গনা অনঙ্গবিহীনা দাঁড়ায়েছে আজি ঘেরি
রসময় সনে মধুর মিলনে সবে বাহু ফেরাফেরি,
কোটী পূর্ণশশী কৌমুদী বিকাশি কালো শশী কোলে করি
প্রেমানন্দে তারা হয়ে আত্মহারা হেরে শ্রীরাসবিহারী,
করি তনু মন প্রাণ সমর্পণ ও রাঙ্গা চরণ স্মরি
নাচিছে গাহিছে আনন্দে ভাসিছে যুগল মাধুরী হেরি,
এস এস সবে যে আছ এ ভবে দেহ গেহ পরিহরি
শ্যাম কিশোরীর লীলামাধুরীর বালাই লইয়া মরি।

রাসপূর্ণিমা ২রা অগ্রহায়ণ, ১৩২৫

(৪০)

বেহাগ—আড়া।

কারে ভাবরে আপন ?
ভুলিয়া আপন জনে হ'য়েছ হতচেতন ;
বিষম মায়ার ঘোরে আছরে সদা বিভোরে
ভুলেও না ভাব তাঁরে যে তব প্রাণরমণ ;

ভালবাসে যে তোমারে কভু না ভাবরে তাঁরে
অনিত্য প্রেমেতে ভুলে জ্ব'লে মর আজীবন ;
সতত হারায়ে যাঁরে ভ্রম তুমি হা হা ক'রে
তিনি যে হৃদিমাঝারে বিরাজেন সর্ব্বক্ষণ ;
প্রাণে প্রাণে সঙ্গোপনে সে প্রিয় প্রাণরমণে
বাঁধি প্রেম-আলিঙ্গনে রাখরে করি যতন ;
যাদের ভাবি আপন ভুলেছ আপন জন
তারাই দহে জীবন তৃষানলে অনুক্ষণ ;
তাই বলি প্রাণমন সঁপি কর'রে স্মরণ
যে তোমার প্রাণধন আপন হ'তে আপন।

৭ই অগ্রহায়ণ ১৩২৫

(৪১)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরি।

মা ব'লে ডাকিলে নাকি তুমি মা থাকিতে নার,
যে ডাকে ব্যাকুল প্রাণে ছুটে যাও মা কাছে তার,
দিবানিশি মা মা ক'রে আজীবন ডাকি তোরে
পশেনা কি কাণে মাগো ডাক এই অভাগার ?
ওমা পাষাণের মেয়ে আঁখি মেলে আছ চেয়ে
ভবতৃষানলে জ্ব'লে ছেলে যে মরে তোমার ;
আর তোরে ডাকিব না সহিব সব যাতনা
দেখি কত কাল আর তুমি মা থাকিতে পার ;

ছায়ের দরদ মায়ে যদি না বুঝিতে পারে
তবে সে বল মা ভবে যাবে আর কাছে কার ?

৭ই মাঘ, ১৩২৫

(৪২)

ঝিঁঝিট—একতালা।

শুধু তুমি আছ আর আছি আমি নাথ !
আর কেহ নাই এ বিশ্ব মাঝারে,
যেথানে যখন ফিরাই নয়ন
সেইখানে হেরি বঁধু হে তোমারে ;
ভুবনে গগনে চেতনাচেতনে
তোমার মোহন মধুরিমা স্ফুরে,
দর্শন স্পর্শনে শ্রুতি স্বাদ ঘ্রাণে
রসময় রূপে আছ স্তরে স্তরে ;
জাগ্রত স্বপনে সুষুপ্তি গহনে
তোমা ছাড়া নহি নিমেষের তরে,
জীবনে মরণে পুনরাগমনে
চিরসাথী তুমি জন্মজন্মান্তরে ;
সতত যতনে অতি সঙ্গোপনে
তাই তোমাধনে রাখি বুকে ক'রে,
পরাণ-রমণ এ মধু মিলন
ভুঞ্জি যেন নাথ ! মনপ্রাণ ভ'রে।

৮ই মাঘ, ১৩২৫

(৪৩)

ভৈরবী—কাওয়ালী।

দুলিছে দুলালী সনে প্রাণের দুলাল
আবির কুঙ্কুমে আজি দুঁহু লালে লাল,
অরুণ-রঞ্জিত নব নীরদের কোলে
কোটী স্থিরা সৌদামিনী উছলে উজল,
নবল কিশোর লয়ে নবীনা কিশোরী
প্রেমলীলা-রসোল্লাসে ভাসে ঢল ঢল,
সখীগণ ফাগু দেয় যুগল চরণে
রাতুল চরণজ্যোতিঃ ভুবন ভরল,
সে বিশ্বমোহন রূপ মাধুরী নেহারি
হৃদয় নয়ন মন পরাণ জুড়াল।

২রা চৈত্র, দোললীলা, ১৩২৫

(৪৪)

কীর্ত্তনের সুর।

প্রাণের দর্শন প্রাণের মিলন হয় সদা প্রাণে প্রাণে,
সে প্রাণ-রমণ মিলন মাধুরী বলিব বল কেমনে ?
প্রাণেশ-নয়নে মিলিলে নয়ন আমাতে কি আমি থাকি ?
আঁখি-প্রতিঘাতে আত্মহারা হ'য়ে বিশ্বময় তাঁরে দেখি,
মুদি বা তখন মেলি বা নয়ন সেই হাঁসিমাখা আঁখি
হেরি মহাসুখে মধুর চমকে বিভোর হইয়া থাকি,

আঁখিতে আঁখিতে থাকিতে থাকিতে যেন হে সঁপিতে পারি
তনু মন প্রাণ ও রাঙ্গা চরণে পরাণ-রমণ হরি।

৩০শে চৈত্র, ১৩২৫

(৪৫)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

"যা কর হে নাথ!" ব'লে ঝাঁপ না দিলে অকূলে
অকূলের কাণ্ডারী হরি মিলেনারে মূঢ় মন,
সতত "হা নাথ!" ব'লে ভাসে যে নয়ন-জলে
তার অশ্রু মুছাইতে আসেন প্রাণরমণ,
প্রাণ না ব্যাকুল হ'লে প্রাণেশে কভু কি মিলে?
ভাসা ডাকে সে না ভোলে অন্তরযামী যে জন,
তাই বলি ওরে মন সরল করি পরাণ
"হা নাথ" "হা নাথ" বলি সতত কর ক্রন্দন,
তা হ'লে তোমার যিনি প্রাণের পরশমণি
এখনি আসিয়া তিনি করিবেন আলিঙ্গন।

১লা বৈশাখ, ১৩২৬

(৪৬)

বেহাগ—ঝাঁপতাল।

প্রেমসিন্ধু তীরে বাস করি নাথ! বারো মাস
তবু না পাইনু কভু বিন্দুমাত্র আস্বাদন,
কত শত অগণন আছে প্রিয় পরিজন
তবু ত মিটে না তৃষা হিয়া জ্বলে আজীবন,
তোমা তরে অনুক্ষণ প্রাণ হয় উচাটন
কবে তব আলিঙ্গন পাব হে প্রাণ-রমণ,
অমিয় পরশে তব আনন্দে বিভোর হব
প্রীতিরসে অভিনব সতত রব মগন,
বুকে করি তোমাধনে ভাসিব প্রেম-প্লাবনে
নিমেষে হইবে মম প্রেম-তৃষা প্রশমন।

১০ই বৈশাখ, ১৩২৬

(৪৭)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

'মা' ব'লে এসেছি ভবে 'মা' ব'লে কাল কাটাইব
অন্তিমে 'মা' ব'লে আবার মার কোলে গিয়া উঠিব,
'মা' ব'লে উঠিব প্রাতে সারাদিন 'মা' 'মা' বলিব
নিশীথে 'মা' ব'লে কেঁদে মায়ের কোলে ঘুমাইব,

খেতে শুতে পথে যেতে 'মা' বলিব দিনে রেতে
'মা' নাম অমৃত-স্রোতে সতত সুখে ভাসিব,
'মা' ব'লে হাসিব সুখে মা ব'লে কাঁদিব দুঃখে
সুখে দুঃখে সর্ব্বকালে 'মা' ব'লে প্রাণ জুড়াইব,
আনন্দ উৎসব দিনে বল্‌ব না 'মা' বোল বিনে
'মা' নামে মাতিয়া নিজে জগজ্জনে মাতাইব,
বিপদে বিষাদে শোকে ব্যাকুল প্রাণে ডাক্‌ব মাকে
'মা' নামে বিহ্বল হ'য়ে সব দুঃখ পাশরিব,
মায়ে পোয়ে মাখামাখি প্রেমে অবিচ্ছিন্ন থাকি
প্রাণ খুলে 'মা' ব'লে ডাকি মায়ের পায়ে মিশাইব।

২৪শে বৈশাখ, ১৩২৬

(৪৮)

বেহাগ—কাওয়ালী।

তারকা-মল্লিকা-মালা- রচিত বিচিত্র দোলা
পূর্ণেন্দু-খচিত দিব্য রত্নসিংহাসন,
তদুপরি বসি হরি সুখে বাজান বাঁশরী
মৃদুল দোলনে দুলি ভুবনমোহন;
প্রকৃতি সুন্দরী আজি বিবিধ কুসুমে সাজি
প্রাণ ভরি হেরি প্রিয় পরাণ-রমণ,
ল'য়ে ফুল্ল ফুলরাশি প্রেম-রসোল্লাসে ভাসি
সাজান প্রাণেশে কত করিয়া যতন;

মাথায় মালতী হার কর্ণে দেন কর্ণিকার
কৃষ্ণচূড়া গুচ্ছে চূড়া করেন বন্ধন,
বনমালা দেন গলে কদম্ব বাহু-যুগলে
যূথিকা-বলয়ে কর করেন বেষ্টন ;
কটিতে চম্পকদাম নয়ন-প্রাণাভিরাম
পাদপদ্মে হৃদিপদ্ম করেন অর্পণ,
সাজায়ে কুসুম সাজে লীলাময় রসরাজে
ফুলদোল দিনে আজি করেন দর্শন ;
এস এস এস সবে যেখানে যে আছ ভবে
মাতিয়া প্রণব-তানে হের অনুক্ষণ,
বিশ্ব-কেন্দ্র সিংহাসনে দোদুল্যমান দোলনে
প্রকৃতি পুরুষ দোঁহে অপূর্ব্ব মিলন।

৩১শে বৈশাখ, ১৩২৬, পৌর্ণমাসী

(৪৯)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরি।

এসহে বামন বেশে পরাণ-রমণ হরি
এ ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড রথে হৃদি সিংহাসনোপরি,
এস হে প্রাণেশ মম পরম পুরুষোত্তম
প্রাণকান্ত প্রিয়তম অপরূপ রূপ ধরি,

উজল আঁখি যুগল অমিয় জ্যোতি উছল
প্রেমারুণ ঢল ঢল হেরি আমি প্রাণ ভরি,
দেহরথে তুমি রথী সারথী চপল মতি
ষড়রিপু মত্ত সপ্তি তাই সদা ভয়ে মরি,
দেখ' দেখ' দেগ' নাথ রথ না হয় বিপথ
দৃষ্টি রেখ অবিরত করুণা কটাক্ষ করি,
এ যাত্রা ভবের পথে সর্ব্বজীব-দেহরথে
হেরি যেন জগন্নাথে জনম সফল করি।

রথযাত্রা, ১৪ই আষাঢ়, ১৩২৬

(৫০)

ঝিঁঝিট — একতালা।

শারদ অম্বর সদৃশ সুন্দর বিশাল শ্রীমুখমণ্ডল রে
বিমল শ্যামল কান্তি ঢল ঢল বিরাট ব্রহ্মাণ্ড উছল রে,
রবি শশী সম সুগোল সুঠাম তরুণ অরুণ জ্যোতি অনুপম
ভুবন-ভুলন প্রাণ-মনোরম উজল যুগল নয়ন রে,
শ্যাম সুচিকন ললাট ফলকে অলকা তিলকা তারকা ঝলকে
যোগীজন-মন-পরাণ চমকে নেহারি সে শোভা অতুল রে,
এস ভাই সবে আপনা পাশরি অনিমেষে হেরি শ্রীমুখ-মাধুরী
হৃদি মাঝে স্মরি দিবস শর্ব্বরী অমল চরণ কমল রে।

পুনর্যাত্রা, ২২শে আষাঢ়, ১৩২৬

(৫১)

খাম্বাজ—চৌতাল।

তোমার মধুর মঙ্গল জ্যোতি অতি সমুজ্জ্বল
আঁধার হৃদয়-আকাশে হে বিকাশ আমার প্রাণেশ হে,
তুমি হে আমার প্রাণের প্রাণ তুমি হে সাধন ভজন ধ্যান
তুমি হে জ্ঞান-আনন্দধাম প্রেমময় পরমেশ হে,
গাহিতে গাহিতে তোমার নাম শ্রীপদে সঁপিয়া সকল কাম
হেরি তব জ্যোতিঃ প্রাণাভিরাম হয় যেন মম শেষ হে।

২৬শে আষাঢ়, ১৩২৬

(৫২)

বাগেশ্রী—আড়া।

প্রেমরসে ঢল ঢল উজল নীলকান্তমণি
হৃদিমাঝে প্রাণ ভরি হের দিবস রজনী,
সুচিকন স্নিগ্ধ শ্যাম জ্যোতিঃ আঁখি অভিরাম
ভুবন-মোহন ঠাম ললিত রূপ লাবনি,
শিখি পাখা শোভে শিরে কপোলে কুন্তল ঝুরে
অরুণ অধরে স্ফুরে মধুর মুরলী-ধ্বনি,
সুরভি বনকুসুম-মালা অতি মনোরম
গলে শোভে অনুপম দোলে মৃদুল দোলনি,

ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম কটি তাহে শোভে পীতধটি
নবীন নীরদে যেন খেলে স্থির৷ সৌদামিনী,
অমল কমল জিনি রাঙ্গা চরণ দু'খানি
রতন-নুপূর তাহে বাজে সদা কিনি কিনি,
জাগ্রত স্বপনে শুন সুমধুর সে নিক্কণ
যোগীজন-বিমোহন প্রণব যার প্রতিধ্বনি।

২৭শে আষাঢ়, ১৩২৬

(৫৩)

বেহাগ—কাওয়ালী।

সব কাজ সেরে সুরে এসেছি তোমার দ্বারে
দ্বার খোল প্রাণনাথ! হেরি ও প্রেম-বয়ান,
গেছিনু ছাড়ি তোমারে চাহি নাই মুখ ফিরে
তাই বুঝি মোর 'পরে ক'রেছ হে অভিমান,
সারাদিন কর্ম্মফেরে বেড়ায়েছি ঘুরে ঘুরে
তবু হে তোমার তরে সতত কেঁদেছে প্রাণ,
যে কাজ করি যখন স্মরি তব প্রেমানন
ঝরে আঁখি অবিরাম প্রাণ করে আনচান,
পরাণ-বঁধুয়া তুমি জান সকল অন্তর্যামী
কি আর জানাব আমি তুমি হে প্রাণের প্রাণ,

খোল হে খোল হে দ্বার বিলম্ব কর'না আর
দেখা দাও একবার জানিনা তো' বিনা আন.
তুয়া বিনা নাহি গতি ওহে প্রিয় প্রাণপতি
ত্যজি রোষ মম প্রতি চরণে দিও হে স্থান,
ও দু'টি রাঙ্গা চরণ বুকে করে আজীবন
তোমারি প্রেম-মাধুরী নিয়ত করিব ধ্যান।

৩০শে আষাঢ়, ১৩২৬

(৫৪)

ললিত—আড়া।

সারা নিশি আছি বসি ও মুখশশী চাহিয়া
তুবি না চাহিলে নাথ! নিশি গেল পোহাইয়া,
দেখিতে দেখিতে কত জনম হইল গত
অনিমেষে আছি ব'সে দেখ হে আঁখি মেলিয়া,
চাহি তব মুখপানে যে যাতনা সহি প্রাণে
সে কথা আর কেবা জানে কারে বা জানাব গিয়া,
প্রাণ সঁপি রাঙ্গা পদে জীবন যাপিনু কেঁদে
আর কত কাল বল নিয়ত জ্বলিবে হিয়া,
হাঁসিমুখে একবার চাহ প্রাণেশ আমার
আঁখিতে মিলিলে আঁখি যাব হে সব ভুলিয়া,
নয়ন না ফিরাইব নিমেশ নাহি ফেলিব
হাঁসিমাখা মুখ হেরি চরণে যাব মিশিয়া।

২রা শ্রাবণ, ১৩২৬

(৫৫)

ঝিঁঝিট—একতালা।

তোমার চরণ শরণ আমার তুমি হে আমার প্রাণের প্রাণ
তোমার মোহন রূপ অতুলন হেরিলে অমনি হারাই জ্ঞান,
তুমি হে প্রাণের পরশ-রতন কোটী জনমের সাধনার ধন
বুকে ক'রে রাখি করিয়া যতন তুমি রসময় আমৃয়-খান,
তুমি হে আমার জীবন আমার তুমি হে পরাণ-বঁধুয়া আমার
ও রাঙ্গা চরণে জীবনে মরণে সদা আছে বাঁধা আমার প্রাণ,
তুমি হে আমার ভজন পূজন তুমি হে আমার জপ তপ ধ্যান
স্মরণ চিন্তন তুমি নিশিদিন তোমা বিনা আমি না জানি আন.
তব সুধামাখা নাম অনুক্ষণ শ্রবণ কীর্তন আনন্দে মগন
থাকি যেন নাথ! আমি আজীবন প্রেমানন্দে সদা করি হে গান,
ও রাঙ্গা চরণ দেখিতে দেখিতে মধুমাখা নাম গাহিতে গাহিতে
প্রেম-অশ্রুনীরে ভাসিতে ভাসিতে হয় যেন মম দেহাবসান।

৭ই শ্রাবণ ১৩২৬

(৫৬)

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়া।

জগত-জননী কোলে ক'রেছেন জগত-স্বামী
মা ব'সেছেন বাপের কোলে মায়ের কোলে ব'সব আমি;
সুমঙ্গলময় পিতা মা আমার মঙ্গলময়ী
তবু অমঙ্গলে ডরি সে শুধু মোর পাগলামি;

বিপদ-নাশন পিতা মা আমার দুঃখহারিণী
তথাপি বিপদভয়ে কেন হই বিপথগামী;
আমার বিপদভয় তিনি জানেন নিশ্চয়
দুঃখতাপহারী যিনি সর্ব্বজীব-অন্তর্যামী।

২৫শে শ্রাবণ, ১৩২৬

(৫৭)

কীর্ত্তনের সুর।

(মাগো) কি দোষে আমারে বিদেশে পাঠালে
চির জনমের তরে মা তারিণি!
(আমি) হ'য়ে ভেবাচেকা ভ্রমি গো মা একা
এ জগমাঝারে কারেও না চিনি;
(আমি) আপন ভাবিয়া যার মুখ চাহি
সেইত হাসিয়া পলায় অমনি;
(আমি) সরমে ভরমে মরমে মা মরি
বদনে আমার নাহি সরে বাণী,
(আমি) হ'য়ে দিশেহারা কত কাল তারা
এ ভাবে এ ভবে বেড়াব জননি!
(এই) অজানা জগতে অচেনার সাথে
বেড়াতে আকুল হয়েছে পরাণী,
(তাই) হতাশ পরাণে এখানে সেখানে
কাঁদিয়া বেড়াই পথ নাহি জানি,

(এখন) জীবনের শেষে কোলে কর এসে
নিয়ে চল’ দেশে হেসে হররাণি !

১০ই ভাদ্র ১৩২৬

(৫৮)

কীর্ত্তনের—স্থর।

(আমি) দেখিতে শুনিতে বলিতে কহিতে
ভাল যাহা চাহি তাহা হে,
(তুমি) দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া বুঝিয়া
দাও তাহা ভাল যাহা হে ;
(আমি) চাহিলে মাকাল দাও হে রসাল
ক্ষার চেলে দাও মধু হে,
(তুমি) ইহ পরকালে চির-হিতকারী
প্রিয়তম প্রাণবধু হে ;
(আমি) তোমারে ভুলিয়া আছি চিরকাল
এ দিকে ও দিকে চাহি হে,
(তুমি) অনিমেষে নাথ মোর মুখ চেয়ে
দিবানিশি আছ বসি হে,
(আমি) সব তেয়াগিয়া তোমার লাগিয়া
কবে বা পাগল হব হে,
(আর) ও মুখ চাহিয়া আপনা ভুলিয়া
বিভোর হইয়া রব হে।

১১ই ভাদ্র ১৩২৬

(৫৯)

কীর্ত্তনের—সুর।

তোমার চরণে শরণ লইনু
ছাড়িনু বাসনা সব,
বিপদ সম্পদ যখনি যা' দিবে
হৃদয় পাতিয়া লব;
দুঃখ শোক তাপ ও সুখ চাহিয়া
নীরবে সকলি সব,
ত্রিতাপ-অনলে মরিলেও জ্ব'লে
কখন কিছু না কব;
সুখ শান্তি যদি দাও দয়া ক'রে
আনন্দে মগন হব.
প্রেম-আঁখিনীরে সতত সিঞ্চিব
ও দু'টি চরণ তব;
আজ হ'তে নাথ অকৃত অধমে
দাও হে জীবন নব,
জীবনের ভার অকাতরে আমি
হাসিমুখে সদা বব।

১২ই ভাদ্র ১৩২৬

(৬০)

খাম্বাজ—চৌতাল।

গাওরে গাওরে নাম প্রাণাভিরাম প্রেমধাম,
যে নামে সবার পূরে সব কাম প্রেমানন্দভরে নয়ন ঝরে,
যে অমিয় নাম শ্রবণে পশিলে ভবভয় জীব সব যায় ভুলে
অবিরাম নাম গাহ প্রাণ খুলে হরে কৃষ্ণ হরে রাম হরে হরে,
তারক ব্রহ্ম নাম শিবের সেবিত দিবস রজনী জপ অবিরত
শ্রীচরণ ধ্যানে থাকি সমাহিত শ্রীরূপমাধুরী হৃদয়ে ভাবরে,
নামে রূপে হরি সদা বিরাজিত সমভাবে মাখামাখি ওতপ্রোত
ভেদজ্ঞান ছাড়ি ভাবরে সতত সে মোহন রূপ নামের ভিতরে,
বদনে ও নাম বলিতে বলিতে আঁখি-বারি যবে নারিবে বারিতে
প্রাণেশ অমনি আসিয়া ত্বরিতে আদরে তোমারে লবে বুকে ক'রে,
তোমাতে তাঁহাতে হইবে তখন নামের বন্ধনে প্রেমের মিলন
নাম নামী তুমি এ বিশ্বভুবন ডুবিবে মাধুর্য্য রসের সাগরে।

১৩ই ভাদ্র, ১৩২৬

(৬১)

কীর্ত্তনের সুর।

কোটী জনমের বিরহ-অনলে
ধিকি ধিকি জ্ব'লে মরি হে,
তথাপি তোমার মিলনের আশা
ছাড়িতে নারিনু হরি হে,

কি জানি যে কেন মনে হয় হেন

তুমি আছ সাথে সাথে হে ;

ও প্রেম-বয়ান হয় অনুমান

হেরি এতে ওতে তাতে হে ;

যেই মনে করি রাখি বুকে ভরি

ধরিতে তোমায় যাই হে ;

আর নাহি হেরি সরমেতে মরি

ইতি উতি আমি চাহি হে ;

আর লুকোচুরী সহিতে না পারি

দয়া করি দেখা দাও হে ;

তনু মন প্রাণ পদে সমর্পণ

করিলাম নাথ লও হে।

১৪ই ভাদ্র ১৩২৬

(৬২)

কীর্ত্তনেরসুর।

(কাঁদিয়া) ভাবিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া

যাপিনু জনম নাথ হে,

(তুমি) মধুর হাসিয়া দেখিলে বসিয়া

সতত থাকিয়া সাথ হে ;

(আমি) নাথ নাথ বলি আকুলি ব্যাকুলি

ডাকিতেছি অনুক্ষণ হে,

(তুমি) নীরবে রহিলে সাড়া নাহি দিলে
আপন ভাবে মগন হে;
(আমি) তব অপরূপ লীলা কি বুঝিব,
লীলারসময় হরি হে,
(শুধু) ওমুখ-মাধুরী দিবস সর্ব্বরী
হৃদয় মাঝারে স্মরিহে;
(যেন) পরাণ-জুড়ান ও প্রেম-বয়ান
নেহারি নয়ন ভরি হে;
(আর) হাঁসি-মাখা আঁখি দেখিতে দেখিতে
হাঁসিতে হাঁসিতে মরি হে।

১৫ই ভাদ্র ১৩২৬

(৬৩)

খাম্বাজ—ঠুংরি।

এ বিশ্ব মাঝারে অন্তরে বাহিরে
যখন যে ধারে ফিরাই নয়ন,
তাহার ভিতর হেরি নিরন্তর
তেমার মধুর মৃদুল দোলন;
শশাঙ্ক তপনে উদয়াস্তমনে
হেলিছ দুলিছ ভুবন মোহন,
জলধি-লহরে সমীরণ ভরে
দোল লীলাময় সুখে অনুক্ষণ;

অনন্ত গগনে মেঘ-চংক্রমণে
বিচিত্র দোলনে দোল নিরঞ্জন,
তটিনী-সলিলে হ্রাসবৃদ্ধিছলে
অবিরাম তুমি দোল অতুলন;
কিশলয় শিরে সুধীর সমীরে
দোল ধীরে ধীরে পরাণ-রমণ,
জীবের শ্বসনে হৃদয়-স্পন্দনে
সতত দুলিছ জগত-জীবন;
ধমনী ভিতরে শোণিত সঞ্চারে
আঁখি অগোচরে দোল নারায়ণ;
জীবনে মরণে পুনরাবর্ত্তনে
জীবরূপে তব সতত দোলন;
দুলাল তোমারি লীলার মাধুরী
যেন হে নেহারি হৃদে নিশিদিন;
জাগ্রত স্বপনে সুষুপ্তি গহনে
যেন তোমা সনে দুলি অনুক্ষণ।

১৬ই ভাদ্র ১৩২৬

(৬৪)

রাম প্রসাদী সুর।

'কালী' 'কালী' সদা জপরে মন,
প্রাণে প্রাণে সঙ্গোপনে সতত করি যতন ;
প্রাণের ধনকে প্রাণে রেখ' যখন খুসী তখন দেখ'
দিবানিশি জেগে থেক দেখ না হও অচেতন ;
দেখিস্ যেন না দেয় ফাঁকি তাও কিরে তুই জানিস্ নাকি
পালিয়ে বেড়ায় ব'লে ভোলা বেঁধেছে দু'টি চরণ ;
পা দু'খানি বুকে নিয়ে বাঁধ্‌বি নামের বাঁধন দিয়ে
হাঁসিমুখপানে চেয়ে থাক্‌বি প'ড়ে আজীবন।

১৮ই ভাদ্র ১৩২৬

(৪৩)

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

ত্রিনয়ন মেলি চেয়ে আছ মা দিনযামিনী
ত্রিতাপ জ্বলনে তবু কেন জ্বলি তা জানিনি ;
রোগ শোক দুঃখ তাপ যবে যা দিয়েছ তুমি
বুক পেতে লয়েছি সব তাত মা জান জননি !
কখন মরম-জ্বালা তোমারে জানিতে দিনি
তবু ত সকলি জান তুমি অন্তরযামিনী ;
হৃদি মাঝে বসি যদি তুষানল জ্বাল তুমি
মোর সনে তুমি মাগো পুড়িবে জ্বলে আপনি ;

নিবেদি চরণে তাই দুরিতদুঃখহারিণি!
জ্বলি আমি ক্ষতি নাই সুখে থেক হররাণি!

১৯শে ভাদ্র, ১৩২৬

(৬৬)

রামপ্রসাদী সুর।

এইবার দেখা দিতে হবে,
(নৈলে) কালী কল্পতরু নামে চিরদিন কলঙ্ক রবে;
অনেক জনম ঘুরাইলি নাক কেটে ঝামা ঘসিলি
এখন' কি মনের মতন হয়নি আর মা হবে কবে?
তীব্র তুষানল জ্বালি দেহমন পুড়াইলি,
যতই দাগা দাও মা কালি আমার প্রাণে সবই সবে;
যা' ইচ্ছা কর মা তুমি কিছু না বলিব আমি
জন্মের মত একবার দেখা দিও শমন আস্‌বে যবে;
দেখা যদি না দিস্ তবে লোকে কি বলিবে ভবে
'দয়াময়ী' নাম তব কেহ আর নাহি লবে।

২২শে ভাদ্র, ১৩২৬

(৬৭)

বেহাগ—আড়া।

কেন ভাব ওরে মন ?
ভবের ভাবনা যত সব অকারণ ;
সকলি অনিত্য ভবে কিছুই নাহিক রবে
কেন অত ভাব তবে বসি অনুক্ষণ ;
যা' হ'বার তাই হবে তেবে তুমি কি করিবে
ভাল মন্দ সবই সবে যা আসে যখন ;
পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে সুখ দুঃখ যাহা মিলে
সকলি সহাস্য মুখে করিবে বহন ;
সুখে বা দুঃখেতে থাক প্রাণনাথে ভুলনাক
সতত ভাবরে তাঁর রাজীব চরণ ;
সে পদে সব ভাবনা সঁপিলে আর হবে না
আসিতে ভাবিতে ভবে ফুরালে জীবন।

২৪শে ভাদ্র, ১৩২৪

(৬৮)

ঝিঁঝিট—একতালা।

তুমি হে আমার তুমি হে আমার তুমি হে আমার আমার হে
তুমি হে আমার সরবস ধন তুমি হে আমার আমার হে,
তুমি হে আমার দেহ বুদ্ধি মন তুমি হে আমার স্বরূপ চিদ্ঘন
জনম মরণ পুনরাগমন তুমি হে আমার আমার হে,
তুমি হে আমার দর্শন স্পর্শন তুমি হে আমার শ্রবণ চিন্তন
তুমি হে আমার ঘ্রাণ আস্বাদন তুমি হে আমার আমার হে,
তুমি হে আমার প্রতি রোমকূপে জড়ায়ে রয়েছ প্রিয়তম রূপে
তোমার অমিয় আলিঙ্গন সুখে অবশ চেতন আমার হে,
তুমি হে আমার শয়ন স্বপন জাগ্রতে তুমি হে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান
সুষুপ্তিতে প্রেমময় প্রাণারাম মধুর মোহন আমার হে,
তুমিহে আমার আমিহে তোমার তোমা আমা বিনা কেহ নাহি আর
এ বিশ্ব সংসার সব একাকার অভেদ মূরতি তোমার হে,
তোমাতে আমাতে এ চির-মিলন হয় যেন অনুভূতি অনুক্ষণ
ও রাঙ্গা চরণে এই নিবেদন পরাণ-রমণ আমার হে।

২৫শে ভাদ্র, ১৩২৬

(৬৯)

কীর্ত্তনের স্থর।

(আমি) আজীবন ডাকি আকুল পরাণে
তুমিত আমারে ডাকিলে না,
(আমি) অনিমেষে চেয়ে আছি মুখপানে
তুমি ত ফিরিয়া চাহিলে না,
(আমি) দিবানিশি কাঁদি হৃদয়-বেদনে
তুমিত বেদনা বুঝিলে না,
(আমি) মরম-কাহিনী কতই কাহনু
তুমিত কিছুই শুনিলে না,
(আমি) বিষের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিনু
তুমিত সে জ্বালা জানিলে না,
(আমি) আর না ডাকিব আর না কাঁদিব
আর মুখপানে চাহিব না,
(আমি) মরম-বেদনা আর না জানাব
মুখ ফুটে কিছু কহিব না,
(আর) তোমার উপরি অভিমান করি
গুমরি গুমরি মরিব না,

(শুধু) স্মরি স্মরি ও মুখ-মাধুরী
আন কথা মুখে আনিব না,
আর চরণ দু'খানি হৃদয়ে ধরিব
প্রাণান্তেও কভু ছাড়িব না।

১লা আশ্বিন, ১৩২৬

(৭০)

ঝিঁঝিট—একতালা।

তোমার অমিয় মধুর মিলনে বিভোর ভুবন গগন হে
স্থাবর জঙ্গম চেতনাচেতন সবাই আনন্দে মগন হে,
তোমার অমল উজল আনন বুকে করি সুখে ভাসিছে তপন
শশাঙ্ক সে মুখ-প্রতিবিম্ব হৃদে ধরিয়া করিছে চুম্বন হে,
তব আলিঙ্গন পরশ পাইয়া অঙ্গগন্ধ তব সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া
সমীর হরষে অধীর হইয়া করিছে দিগন্তে ভ্রমণ হে,
তোমার সোহাগে সদা সোহাগিনী কলনাদে মাতি নাচিছে তটিনী
প্রেমরসময়ী মূরতি তোমার হৃদয়ে করিয়া ধারণ হে,
তোমার ও রাঙ্গা চরণ দু'খানি যতনে হৃদয়ে ধরিয়া নলিনী
মাখি অরুণিমা বিকাশি সুষমা আমোদে ভরিছে ভুবন হে,
প্রেমময় তব প্রেমের সংসারে যে আছে যেখানে সবাই তোমারে
বুকে ক'রি ভাসে সুখের পাথারে ঝরিবে কি মম নয়ন হে ?
নিশিদিন কাঁদি তোমার বিহনে কাতর ব্যথিত বিরহ-বেদনে
হবে না কি মম কভু তব সনে সুচির-বাঞ্ছিত মিলন হে ?

তুমি হে আমার পরাণ-বঁধুয়া হৃদয়ে তোমারে রাখিব গাঁথিয়া
হেরিব ও মুখ নয়ন ভরিয়া জুড়াবে তাপিত জীবন হে।

২রা আশ্বিন, ১৩২৬

(৭১)

রামপ্রসাদী সুর।

কালী নামে হাড় হ'য়েছে কালী,
হাড় কালী মাস কালী আমার মজ্জাগত মহাকালী,
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে কালী শোণিত-সঞ্চারে কালী
হৃদ্‌মাঝারে নৃত্যকালী নাচে দিয়া করতালী,
জঠর-অনলে কালী মূলাধারে মুণ্ডমালী
আলো করি অন্ত্রনালী আছেন ব'সে করালী,
দর্শনে স্পর্শনে কালী শ্রবণে অঘ্রাণে কালী
জিহ্বা যন্ত্রে মন্ত্ররূপে সদা অধিষ্ঠিতা কালী ;
সর্ব্ব অঙ্গে কালী মাখি কালীদহে ডুবে থাকি
কালী কালী ব'লে ডাকি আঁখি ভরি দেখি কালী,
অরূপে সরূপে কালী বিরাট রূপে বিশালী
স্বরূপে শশাঙ্কভালী চিদ্‌রূপে জ্যোতিঃ শ্যামলী,
সে বিমল জ্যোতিঃ হেরে আছিরে সদা বিভোরে
প্রাণের মাঝে খেলা করে মাধুর্য্যময়ী বিজলী।

৩রা আশ্বিন ১৩২৬

(৭২)

সাহানা—ঝাঁপতাল।

অলক্ষে অনন্তভূতে আছ সর্ব্বভূতে হে ;
তবুত তোমারে নাথ না পারি চিনিতে হে ;
দিবানিশি রবিশশী উজ্জল আঁখিতে হে :
অনিমেষে চেয়ে আছ আমার পানেতে হে ;
আমি না ফিরাই আঁখি ভুলেও তোমাতে হে ;
মধুর পরশ তব সমীর ছলেতে হে ;
মায়া-অভিভূত আমি না পারি বুঝিতে হে ;
তোমার অমিয় হাসি শারদ শশীতে হে ;
ভ্রমে অন্ধ আমি নাথ না পাই দেখিতে হে ;
নীরব নিশীথে নাথ! প্রণব-সঙ্গীতে হে ;
কত যে ডাক আমারে মধুর ইঙ্গিতে হে ;
অবুঝ বধির আমি না পাই শুনিতে হে ;
ঘুমালে শিয়রে বসি থাকহ নিশীথে হে ;
জাগায়ে চলিয়া যাও আমি না জাগিতে হে ;
চিরদিন লুকোচুরী হয় কি করিতে হে ;
একবার দেখা দাও জীবন থাকিতে হে ;
রাখিব তোমারে আমি আঁখিতে আঁখিতে হে ;
এ তনু ত্যজিব মুখ দেখিতে দেখিতে হে।

৪ঠা আশ্বিন, ১৩২৬

(৭৩)

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

কত শত জন্ম ভবে করিলাম আনাগোনা
কখন'ত তোমা সনে হ'ল না হে দেখাশোনা,
আসি যাই বারে বারে কভু না দেখি তোমারে
ও মুখ না হেরে নাথ! এবার আর যাইব না,
দুঃখ তাপ দাও যত তাতে না হব বিরত
সতত ডাকিব নাথ! দেখি দেখা দাও কি না,
এ জন্মে নয় জন্মান্তরে পাব দেখা মনে ক'রে
প'ড়েছি বাইশ ফেরে এবারে আর ছাড়িব না,
কাঁদিব ব্যাকুল প্রাণে দেখিব থাক' কেমনে
দেখা না পাইলে তব কিছুতেই থামিব না,
নিমেষের তরে দেখা পেলে তব প্রাণসখা
চিরসাধ পূর্ণ হবে এ ভবে আর আসিব না,
ও প্রেম-মূরতি তব হৃদয়ে গাঁথিয়া থোব
পলকের তরে নাথ! পলাতে আর পারিবে না,
তোমারে ধরিয়া বুকে বিভোর থাকিব সুখে
কথা না সরিবে মুখে নয়ন আর ঝরিবে না।

৫ই আশ্বিন, ১৩২৬

(৭৪)

কীর্ত্তনের সুর।

সবাই আপন ভাবেতে মগন
কেহ কারো নয় ভেবে দেখ ভাই,
ভাব-সিন্ধু মাঝে ভাসিছে সকল
আপনার পর কেহ কারো নাই,
ভাবের তরঙ্গে মিলে এক সঙ্গে
আঁখির পলকে আর দেখা নাই,
পিতা মাতা ভ্রাতা দারা সুত সুতা
কতই মমতা বলিহারি যাই,
বুকে করি রাখে একে ওকে তাকে
শেষে একে একে পলায় সবাই,
কভু কেহ কারে নারে চিনিবারে
তবু পরস্পরে ভালবাসা চাই,
অলীক কল্পনা সব বিড়ম্বনা
স্নেহের ছলনা প্রেমের বড়াই,
তাই বলি ভাই আর কাজ নাই
এস তার সনে সম্বন্ধ পাতাই,
যিনি আমাদের সুহৃদ্ প্রাণের
ম'লেও বিচ্ছেদ যাঁর সনে নাই,
সে প্রেমস্বরূপ অতি অপরূপ
চিরমিলনেও হারাই হারাই।

৬ই আশ্বিন ১৩২৬

(৭৫)

কীর্ত্তনের—স্থর।

(তুমি) বাসনা ভালবাস না
তাকি অমি নাথ জানি না ?
(তবু) এটা ওটা চাই ছুটিয়া বেড়াই
সেত শুধু তব ছলনা,
(আমায়) নাচাও আমি নাচি কাঁদাও আমি কাঁদি
আমি ত তোমার খেলনা,
(তব) লীলাপুষ্টি তরে জন্মাই আবার ম'রে
সে কথা কি তুমি জান না ?
(তোমার) দেওয়া দুঃখভার বহি অনিবার
তাতে দুঃখ বোধ করি না,
(তুমি) মজা দেখে যবে হাঁস নাথ ! তবে
পাই আমি মর্ম্ম-বেদনা,
(নৈলে) দুঃখহারীর দেওয়া দুঃখ তাপ সওয়া
সেত জানি সব ছলনা,
(নাথ) তব প্রেম-মুখ হেরি যায় দুঃখ
পূর্ণ হয় সব কামনা।

৭ই আশ্বিন ১৩২৬

(৭৬)

বেহাগখাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

সকল সুখের সার তুমি হে নাথ আমার
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ তুমি হে রসের সার,
নয়নে জ্যোতি লাবণি শ্রবণে মধুর ধ্বনি
আঘ্রাণে সুরভি তুমি অমিয় স্বাদ জিহ্বার,
পরশে সর্ব্বাঙ্গে মম শীতল অমৃতাসার
দুঃখ সন্তাপনিবার তুমি সুখের পাথার,
সম্পদে সহায় তুমি বিপদে তুমি উদ্ধার
জাগ্রতে জীবনাধার আরাম তুমি নিদ্রার,
শোকেতে সান্ত্বনা তুমি ব্যাধি-শান্তি প্রতীকার
শরীরে বল-সঞ্চার তুমি হে ধৃতি মেধার,
দৈব ও পুরুষকার তুমি সর্ব্ব-মূলাধার
জীবন সর্ব্বস্বধন তুমি ওহে সারাৎসার।

৮ই আশ্বিন ১৩২৬

(৭৭)

ঝিঁঝিট—একতালা।

তোমারি দেওয়া দেহ মন প্রাণ তোমারি দেওয়া জ্ঞান
তোমারি দেওয়া রসনায় সদা করি তব নাম গান,
তোমারি দেওয়া শ্রবণে শুনিহে তব সুধাময় নাম
তোমারি দেওয়া হৃদয়ে ধরিহে মুরতি প্রাণাভিরাম,

তোমারি দেওয়া জীবনে মরণে তুমি হে মঙ্গলধাম
তোমারি ও দুটী রাজীব চরণে স ঁপিনু সকল কাম,
ওহে মম প্রিয়তম প্রাণনাথ নবীন জলদশ্যাম
শেষের সেদিনে দেখা দিও দীনে নাথ ওহে প্রেমধাম।

৯ই আশ্বিন ১৩২৬

(৭৮)

ঝিঁঝিট—একতালা।

তোমারে নারিনু করিতে আমার নারিনু হইতে তোমার
এরে ওরে তারে করিনু আমার হইনু এর ওর তার,
যারে দেখি তারে জড়ায়ে ধরি হে মনে করি আপনার
হো হো ক'রে হাসে দেখে সে আমার বাতুলের ব্যবহার ;
সরমে তখন মরমে মরি হে ফিরে আসি ধরি আর
হতাশ পরাণে চারিদিকে হেরি ভীষণ ঘন আঁধার ;
এইরূপে নাথ ! জনমে জনমে ছলনে ভুলি মায়ার
তোমা ধনে আমি হারায়ে কাঁদি হে বুকে এস একবার ;
হৃদয়ে তোমারে রাখিব গাঁথিয়া ছাড়িব না কভু আর
তোমার হইব পরাণ-রমণ তোমারে করি আমার।

২৩শে আশ্বিন, ১৩২৬

(৭৯)

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া।

কে তুমি সুধাংশুমুখি! হাঁসি মাখা দুটি আঁখি
অনিমেষে নিরখিছ কাঙ্গালের মুখ পানে?
নিয়ত করুণাস্রোত হৃদিমাঝে প্রবাহিত
উছলিত সে অমৃত অরুণ নয়ন কোণে;
কত স্নেহ ভালবাসা কত বুকভরা আশা
ঢালে মা তোমার হাসি তাপিত তৃষিত প্রাণে;
তাই আমি দিবানিশি হেরি ওই মুখ শশী
বিভোর হইয়া আছি পরাণ সঁপি চরণে।

২৪শে আশ্বিন, ১৩২৬

(৮০)

ধানশ্রী—একতালা।

আকুল পরাণে ডাকি আজীবন আশায় বুক বাঁধিয়া
দয়া করে নাথ! করুণা-নয়নে একবার দেখ চাহিয়া;
পরাণ-বল্লভ তোমারে কি কব সব লহ নাথ বুঝিয়া
মরম-বেদনা সহিনু কত না দেখনা মনেতে ভাবিয়া;
হা নাথ! হা নাথ! বলিয়া সতত জনম কাটিল কাঁদিয়া
শেষের সে দিনে ও রাঙ্গা চরণে তনু মন প্রাণ সঁপিয়া,

ও প্রেম-আনন করি দরশন পরাণ-পিয়াস ভরিয়া
নয়ন বারিতে ভাসিতে ভাসিতে যাই যেন নাথ চলিয়া।

২৫শে আশ্বিন, ১৩২৬

(৮১)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

অসীম এ বিশ্বমাঝে খুঁজি আমি আজীবন
নিয়ত ব্যাকুল প্রাণে হে নাথ! প্রাণ-রমণ!
রবি শশী তারারাশি একে একে খুঁজে আসি
শেষে আঁখিনীরে ভাসি নীরবে করি রোদন;
আশার ছলনে ভুলে পুনঃ যাই সিন্ধুজলে
ডুবি হে গভীর তলে করি তব অন্বেষণ;
মণিরত্ন মুকুতাদি খুঁজি আমি পাতি পাতি
ভাবি ভাগ্যে পাই যদি আমার হৃদি রতন;
তথা না পাই তোমারে পশি বিজন কান্তারে
ধাই আমি চারিধারে নদনদী উপবন;
সুধাই বিহঙ্গগণে কত কাতর বচনে
"তোরা কিরে পেয়েছিস্ প্রাণেশের দরশন?"
কভু হে তোমার তরে আরোহি গিরিশিখরে
খুঁজি আমি স্তরে স্তরে না পেয়ে ঝরে নয়ন;

দেখা দাও একবার হৃদয়-নাথ আমার
নেহারি মুখ তোমার সফল করি জীবন।

৩রা কার্ত্তিক, ১৩২৬

(৮২)

ঝিঁঝিট—একতালা।

এস মা এস মা হরমনোরমা হৃদয় মাঝারে আমার গো
কোটী শশীসমা বিকাশি সুষমা নাশ মা প্রাণের আঁধার গো,
তোমারে যারা বলে শ্যামাঙ্গিনী তাদের নয়নে কখন' পড়েনি
দিব্য দ্যুতিমতী মধুর মূরতি তিমিরনাশিনী! তোমার গো,
তোমার বিকাশ হইলে ভুবনে কোটী সৌদামিনী খেলে মা গগনে
কোটী রবি জ্বলে চেতনাচেতনে উছলে আনন্দ পাথার গো,
নিখিল জীবের প্রতি রোমকূপে বিরাজ তুমি মা জ্যোতির্ম্ময়ী রূপে
প'ড়ে কি রব মা আমি অন্ধকূপে হইয়ে তনয় তোমার গো,
এস মা এস মা আঁধারনাশিনি! উজল কর মা অমা-নিশীথিনী
অনন্ত আঁধার নাশ কালোরাণি! আলো করি হৃদি আমার গো।

শ্যামাপূজার রাত্রি, ৬ই কার্ত্তিক, ১৩২৬

(৮৩)

কীর্ত্তনের সুর।

রাস রসে ভোর গৌর কিশোর
পূরবের ভাব স্মরি,
আবেশে গলিয়া পড়িছে ঢলিয়া
আঁখি নিমীলিত করি,
পলকে পলকে উঠিছে চমকে
বিপুল পুলকে পূরি,
শ্যাম-আলিঙ্গন সুখে নিমগন
অপরূপ আহা মরি,
রাধা-ভাবে ভোরা হ'য়ে প্রাণগোরা
যুগল বাহু পসারি,
সহচরগণে সখী অনুমানে
ধরে যাই বলিহারি,
আনন্দে মাতিয়া তাধিয়া তাধিয়া
নাচিছেন গৌর হরি,
আপনা পাশরি হের সে মাধুরি
পরাণ নয়ন ভরি।

১৪ই কার্ত্তিক, ১৩২৬

(৮৪)

কীর্ত্তনের সুর।

বসন-হরণ দিনে যমুনা-পুণ্যপুলিনে
মদন-মোহন মধুবাণী।
স্মরি পুলকিত চিত কৃষ্ণপ্রেম-বিমোহিত
চলে সবে ব্রজঠাকুরাণী।
কাত্যায়নী পূজা করি পতি পুত্র পরিহরি
নিধুবনে হ'য়ে উন্মাদিনী।
বিমল গগনতল পূর্ণশশী সমুজ্জ্বল
নীরব নিথর নিশীথিনী।
কৃষ্ণসুখে সুখী তারা প্রেমে ভোরা আত্মহারা
শুধু ভাবে সে বদনখানি।
নিমগন কৃষ্ণ-ধ্যানে নাহি চায় কারো পানে
ছুটে বিগলিত বাস বেণী।
পথঘাট নাহি চিনে ধায় কৃষ্ণ অন্বেষণে
কাণে শুধু শুনে বংশীধ্বনি।
হেন প্রেম না হইলে কভু কি শ্রীকৃষ্ণ মিলে
যশোদা-জীবন নীলমনি?

১৭ই কার্ত্তিক, ১৩২৬

(৮৫)

কীর্ত্তনের সুর।

শুনিয়া বংশীর রব যত ব্রজবধূ সব
সচকিতা হরিণীর প্রায়,
কান পেতে আন মনে ভাবে বাজে কোন বনে
চমকিয়া ইতি উতি চায়;
প্রাণের আবেগে তারা হ'য়ে পাগলিনী পারা
ত্যজি গৃহ দ্রুত বাহিরায়,
পথ ঘাট নাহি জানে বাধা বিঘ্ন নাহি মানে
নদী যেন সাগরেতে ধায়;
এবন ও বন ক'রে ছুটে তারা ঘুরে ঘুরে
কত শত কাঁটা ফুটে পায়,
খুঁজে খুঁজে হয় সারা দু'নয়নে বহে ধারা
হেনকালে হেরে শ্যামরায়;
নিরজনে নিধুবনে অমিয় মধুর তানে
প্রাণবঁধু বাঁশরী বাজায়,
"এই আমি" "এই আমি" ডাকেন জগতস্বামী
তোরা সবে আয় আয় আয়!

রাসপূর্ণিমা, ২০শে কার্ত্তিক, ১৩২৬

(৮৬)

রাম প্রসাদী স্থুর।

সদাই চল ঠাট বজায়-রেখে,
ঠাকুর কিন্তু ভিতর বাহির সকল সময় সবার দেখে,
কার কাছে কারসাজী কর ফাঁকি দেবে বল কাকে,
সে যে তোমার কোটী জন্মের মনের ভাবের খবর রাখে,
দেঁতোর হাসি যতই হাঁস মনে যদি মলা থাকে,
মনকে আঁখি ঠেরে তুমি ভোলাতে না পার্‌বে তাঁকে,
প্রাণের ভিতর ফক্কিকারী মুখে যতই কর জারি,
অন্তরযামী সে হরি দেখেন সদা থেকে ফাঁকে,
তাঁকে তুমি ছেঁটে ফেলে আপন ভাব যাকে তাকে,
এমন একদিন আসবে যখন পড়েবে তুমি বিষম পাকে,
তাই বলি মন শোন্‌রে কথা সরল প্রাণে বলি তোকে,
ভিতর বাহির এক হয়ে যা মেলে যেন মনে মুখে।

২১শে কার্ত্তিক ১৩২৬

(৮৭)

ফাকি সিন্ধু—আড়াঠেকা।

কেমনে বলিব নাথ! তুমি মম প্রাণধন
শ্রীচরণে অপরাধী আছি আমি আজীবন,
প্রেমের পাথারে তব আছি চিরনিমগন
ভুলেও তোমারে তবু কভু না করি স্মরণ,
মোর মুখপানে চেয়ে আছ তুমি অনুক্ষণ
কভু না তোমার প্রতি ফিরাই আমি নয়ন,
প্রাণ ঢেলে ভালবাস আমারে প্রাণরমণ
এক বিন্দু প্রেম কিন্তু দিতে না পারি কখন,
তোমার তুলনা নাহি তব প্রেম অতুলন
পাপী তাপী কাঙ্গালেরে কর তুমি আলিঙ্গন,
অসীম তোমার প্রেম করুণা করি স্মরণ
তোমার হলাম নাথ! চরণে সঁপি জীবন।

২রা অগ্রহায়ণ ১৩২৬

(৮৮)

রামপ্রসাদী সুর।

দেখে শুনে অবাক্ হয়েছি,
(তাই) ভবের হাটে একটী পাশে চুপটী করে পড়ে আছি;
চারিদিকে চেঁচামেচি করে সবে মিছামিছি,
(তাদের) ভাব গতিক কিছু না বুঝি জুল জুল করে চেয়ে আছি,

কেউ বা হাঁসে কেউবা কাঁদে কেউ কথা কয় নানা ছাঁদে
(আমি) প'ড়ে হাঁসি কান্নার ফাঁদে হতভম্ব হ'য়ে গেছি,
রকম সকম দেখে শুনে আর কিছু সাধ নাই জীবনে
(আমি) ধ্যানে জ্ঞানে মনে প্রাণে অভয় পদে প্রাণ স'পেছি।

৯ই অগ্রহায়ণ ১৩২৬

(৮৯)

ধানশ্রী—একতালা।

তোমার চরণে নামাইনু বোঝা
বুঝে প'ড়ে লহ সব,
তোমার জিনিস তোমারে স'পিনু
হইনু নাথ হে তব,
কতই জনম ভ্রমিনু ভুবনে
ভার ল'য়ে নব নব,
করমের ভার বহি অনিবার
আর কতকাল বব ?
ভারের বেদনে ব্যথিত পরাণে
নিশিদিন ঘুরি ভব,
মুখ তুলে নাথ তুমি না চাহিলে
কাহার শরণ লব ?

তব প্রেম মুখ হেরি যাবে দুঃখ
আনন্দে মগন হব,
তোমারে ছাড়িয়া আর না যাইব
সাথে সাথে সদা রব ;
ভবের ভাবনা আর না ভাবিব
সকলি ভুলিয়া যাব,
তোমার ও রাঙ্গা চরণ দুখানি
বুকে করি নাম গাব।

১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৬

(৯০)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠেকা।

কতদিনে প্রাণনাথ পাব তব দরশন
জড়ায়ে ধরিব হৃদে রাজীব রাঙ্গা চরণ,
জুড়াবে সকল জ্বালা দুঃখ তাপ অগণন
অমিয় মাধুরিময় হেরি ও চাঁদ বদন,
হাসিমাখা মধুবাণী শুনি জুড়াবে শ্রবণ
তব প্রেম-আলিঙ্গনে অবশ হবে চেতন,
তোমাসনে মাখামাখি হইবে চির মিলন
আপনা পাশরি আমি আনন্দে হব মগন,

হেন দিন মম ভাগ্যে হবে কি নাথ! কখন
মিশিব তব চরণে মুদিয়া দু'টি নয়ন।

১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৬

৯১)

খাম্বাজ—আ কা।

কাঁদিতে কাঁদিতে ভবে করেছি মা আগমন
কাঁদিতে কাঁদিতে মাগো কাটিয়া গেল জীবন,
কাঁদিতে কাঁদিতে ত্যজি এ ভব যাব যখন
কাঁদিতে হবে মা তোরে আমারে হেরি তখন,
সতত ক'রেছে কত কাল ভুজঙ্গ দংশন
শত স্থানে হেরি ক্ষত ঝরিবে তব নয়ন,
আঁখি মেলি চাহনি মা এ জীবনে কদাচন
নিয়ত জ্বলেছি আমি সহেছি কত বেদন,
অনিমেষে আছি চেয়ে আশা পুষে অনুক্ষণ
অন্তিমে করিয়া কোলে করিবে মুখ চুম্বন,
তাহ'লে জুড়াবে জ্বালা আনন্দে হব মগন
বুকে করি রব তব শীতল রাঙ্গা চরণ।

১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৬

(৯২)

রামপ্রসাদী সুর।

অভয় পদে শরণ নিনু,
(আমি) আজি হ'তে জন্মের মত ও চরণে বিকাইনু ;
পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম ভাল মন্দ সকল কর্ম্ম
(আমি) জয়কালী যা কর ব'লে যুগল পদে সমর্পিনু ;
সাধন ভজন জপ আরাধন জলাঞ্জলি দিয়ে এখন
(আমি) বুকে ক'রে রাঙ্গাচরণ সকল জ্বালা জুড়াইনু ;
কত কোটী জন্ম ধ'রে ঘুরেছি মা কর্ম্মফেরে
(আমি) মজিয়া মায়ার ঘোরে তোমারে মা ভুলেছিনু ;
এতদিনে ভুল ভেঙ্গেছে মায়ামোহ কেটে গেছে
এখন মায়ের ছেলে মায়ের কোলে উঠে সুখে গ'লে গেনু।

১৯শে অগ্রহায়ণ ১৩২৬

(৯৩)

রামপ্রসাদী সুর।

তুড়ি দিয়ে কাজ নিবিঘ্নে সেরে
(অত) আগু পাছু ভাব্‌তে গেলে কিছুতে উঠ্‌বিনি পেরে,
খুঁটি নাটি সকল কাজে খুঁটিয়ে কিরে দেখ্‌তে আছে
(ও মন) যে টুকু হয় কপাল ঠুকে থপ্‌ ক'রে তা ক'রে নেরে,
হেন তেন সাত সতের যদি রে বায়নাক্কা কর

(ও মন) তা'হলে সব ফস্‌কে যাবে পড়্‌বি চিঁড়ের বাইশ ফেরে,
ভবের হাটে নাটের খেলা কাজ সেরে নে থাক্‌তে বেলা
(নৈলে) সকল মতলব যাবে ফেঁসে চারিদিকে আঁধার হেরে
তাই বলি মন সকল ভুলে শরণ নে মার চরণ-মূলে
(ও তোর) ভালমন্দ ধোঁকাধন্দ সকল ঘুচে এক হরেরে,
মায়ের ছেলে মায়ের কোলে কাল কাটাবি হেঁসে খেলে
(ও মন) শমন এলে আঁখি ঠেরে চলে যাবি ডঙ্কা মেরে।

১লা পৌষ ১৩২৬

(৯৪)

ধানশ্রী—একতালা।

(আমায়) যা'দিবে যখন হে প্রাণরমণ
মাথায় করিয়া লব,
(নাথ) সুখ বা সম্পদ দুঃখ বা বিপদ
তোমার আশিষ সব,
(আমি) জীবনে মরণে ও দু'টী চরণে
প্রাণ সঁপি পড়ি রব,
(নাথ) দুঃখ তাপ যত দাও অবিরত
কভু না কাতর হব,
(শুধু) ও মুখ-মাধুরি হৃদি মাঝে স্মরি
সব জ্বালা আমি সব,

(আর) জাগ্রত স্বপনে থাকিব বিভোরে
প্রেমের পাথারে তব,
(নাথ) নেহারি তোমারে থাকিব বিভোরে
নিতুই আনন্দে নব,
(আর) প্রেমরসে মাতি থাকি দিবারাতি
মধুমা[illegible] নাম গাব।

১৩ই পৌষ ১৩২৬

(৯৫)

কীর্ত্তনের সুর।

(নাথ) তোমার চরণ   হৃদে অনুক্ষণ
ধরিবারে চাহে প্রাণ,
(আমি) জাগ্রত স্বপনে   জীবনে মরণে
কিছু নাহি জানি আন,
(নাথ) রজনী দিবসে   থাকি ভাবাবেশে
করি ও চরণ ধ্যান,
(তবু) নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে   আঁখির নিমেষে
হারাই হারাই জ্ঞান,
(তব) মধুর মোহন   রূপ অতুলন
স্মরি করি নাম গান,
(আর) দু'টি কান পাতি   থাকি দিবারাতি
শুনিতে মুরলী তান,

(পদ) পরশের আশে যেতে তব পাশে
প্রাণ করে আনচান,
(নাথ) বল কতদিনে ও রাঙ্গাচরণে
দয়া করি দিবে স্থান।

১৫ই মাঘ ১৩২৬

(৯৬)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

অমা চতুর্দ্দশী নিশি ঘন অন্ধকার নাশি
কোটীরবি পূর্ণশশী সমকালে সমুদিল,
শিবকোলে শিবরাণী যুগল জ্যোতি লাবণী
প্রাণমনোবিমোহিনী ভুবন করিল আলো,
তুষার ধবলাচলে যেন সৌদামিনী খেলে
ক্ষীর-নীরনিধি-জলে হাসিল হেমকমল,
হর হীরকের খনি মা আমার মাণিক্য মণি
হীরে মাণিকের মালা প'রে হিয়া জুড়াইল।

৬ই ফাল্গুন শিবরাত্রি ১৩২৬

(৯৭)

রামপ্রসাদী সুর।

সূয্যি ওই ব'সেছে পাটে

(ও মন) যত শীঘ্র পার সার বেচা কেনা ভবের হাটে,
যে টুক্ বেলা বাকী ছিল দেখ্‌তে দেখ্‌তে কেটে এল
মন্ রে আমার চ'লে চল খেয়ার নৌকা থাক্‌তে ঘাটে,
চারিদিক হ'লে আঁধার পার হওয়া ভার হবে তোমার
(তখন) ভেবা চেকা লেগে যাবে প্রাণ হারাবে ঝড়ের ঝাটে,
তল্‌পী তল্‌পা বেঁধে ফেলে কালী ব'লে পড় ঝুলে
(আমার) মায়ের নামে বিপত্তীতি বিভীষিকা সকল কাটে।

৩১শে চত্র, ১৩২৬

(৯৮)

খট্ ভৈরবী—একতালা।

শান্ত দাস্য বাৎসল্য সখ্য মধুর কান্ত
সকল অমিয় রসের সায়র তুমি মম প্রাণকান্ত,
তুমি মম প্রভু পরম দয়াল তুমি হে প্রাণের দুলাল
তুমি প্রিয়তম প্রাণসখা মম তুমি হে পরাণকান্ত,
এ ভবে যা কিছু অমল উজল সুন্দর মধুর মঙ্গল
বিরাজ প্রাণেশ! সবার ভিতর তুমি অনন্ত সান্ত,
রূপ-রব-রসে আঘ্রাণ-পরশে তোমারে পরাণরমণ
ভুঞ্জি প্রাণ ভরি আপনা পাশরি হয় যেন জীবনান্ত।

২৫শে আষাঢ় ১৩২৭

(৯৯)

বাগেশ্রী—আড়া।

হাঁসিমাখা আঁখি দুটি ফুটিয়া উঠিলে প্রাণে
আর কি তৃষিত চিত চাহে কভু আন পানে?
বিভোর সে ভাবাবেশে প্রেম-অশ্রনীরে ভাসে
চেয়ে থাকে অনিমেষে নয়ন রাখি নয়নে,
নিশিদিন আনমনে হেরে সে হৃদয়ধনে
চোকে চোকে কহে কথা পরাণ-বঁধুয়া সনে,
হাঁসে কাঁদে ক্ষণে ক্ষণে আকুল আত্ম-মিলনে
কত পূর্ব্বজন্মস্মৃতি জাগিয়া উঠে পরাণে,
কোটী জন্মান্তর পরে পাইয়া সে প্রাণেশ্বরে
বুকে করি রাখে তাঁরে বাঁধি প্রেম-আলিঙ্গনে।

৭ই ভাদ্র ১৩২৭

(১০০)

বেহাগ—একতালা।

আঁখি কর উন্মীলন,
মা এসেছেন প্রাণভরি কর দরশন;
দশভুজা রূপ ধরি দশদিক্ আলো করি
ভুবনমোহিনীরূপে ভরিয়া ভুবন;

ভোলানাথের প্রাণধনে প্রাণে প্রাণে সঙ্গোপনে
পূজ পরম যতনে স'পি প্রাণ মন;
হৃদি-সিংহাসনে রাখি হের অনিমেষ-আঁখি
আনন্দময়ীরে হ'য়ে আনন্দে মগন;
প্রেম-অশ্রু পাদ্যজলে পাখালি পদকমলে
বুকে করি পাদু'খানি থাক অনুক্ষণ।

২রা কার্ত্তিক, সপ্তমী পূজা, ১৩২৭

(১০১)

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

তুমি হে করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতি,
অনাথের নাথ তুমি অগতির তুমি গতি;
তোমার চরণে নাথ সতত করি মিনতি,
জীবনে মরণে যেন তোমাতে থাকে হে মতি;
সুধামাখা তব নাম মুখে জপি অবিরাম,
হৃদি মাঝে স্মরি যেন তোমার মধুর জ্যোতি;
বিভোর থাকি আবেশে যেন জীবনের শেষে
হেরি সে মাধুরিমাখা মনোমোহন মূরতি।

১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩২৬

(১০২)

খাম্বাজ—ঠুংরী।

হরে কৃষ্ণ হরে হরে কৃষ্ণ হরে
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে,
হরে রাম হরে হরে রাম হরে
হরে রাম হরে রাম রাম হরে ;
বিভোর অন্তরে সতত জপরে
তারক ব্রহ্মনাম হরে কৃষ্ণ হরে,
অক্ষরে অক্ষরে কত সুধা ক্ষরে
প্রেমামৃত ধারা অধরে না ধরে ;
শ্রবণ কীর্ত্তনে আনন্দ-প্লাবনে
ভুবন গগন মন প্রাণ ভরে ;
হরে কৃষ্ণ হরে পাপ তাপ হরে
তাপিত হৃদয় সুশীতল করে ;
হরে রাম হরে রোগ শোক হরে
ত্রিতাপ-জ্বলন ভব ভয় হরে ;
তাই বলি ওরে মূঢ় মন তোরে
অবিরাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে।

১০ই পৌষ, ১৩২৭

(১০৩)

ঝিঁঝিট—একতালা।

তোমার বিরহ-বেদনে কাতর জর জর হিয়া প্রাণ মন,
ফুকারি কাঁদিতে নারি হে নাথ! ঝর ঝর ঝরে নয়ন হে;
যে দিকে নেহারি সব শূন্য হেরি,
আকুল পরাণে পথে পথে ফিরি,
গুমরি গুমরি মরমেতে মরি, যাপি এ তাপিত জীবন হে;
অন্তরে বাহিরে বিশ্ব চরাচরে
খুঁজি আমি সদা তন্ন তন্ন ক'রে,
আঁখি জলে ভাসি না হেরি তোমারে প্রাণেশ! পরাণ-রমণ হে;
নিমেষের দেখা দাও একবার,
প্রেমময় প্রাণ-বঁধুয়া আমার,
অনিমেষে হেরি মন প্রাণ ভরি, তোমার মাধুরী মোহন হে;
ও রূপ-সাগরে চির-নিমগন,
বিভোর অন্তরে থাকি অনুক্ষণ,
তব নাম করি সতত স্মরণ হয় যেন মম মরণ হে।

২৯শে পৌষ, ১৩২৭

(১০৪)

মুলতান—একতালা।

দ্বিভুজ মুরলীধর নবঘন নটবর
হৃদয় কমল'পর এস হে প্রাণরমণ,
সুমধুর হাঁসি মুখে বাঁশী বাজাও মনোসুখে
মোহন মাধুরী দেখে সফল করি জীবন,
শিরে শোভে শিখি-পাখা ভালে কোটী ইন্দু আঁকা
অরুণ নয়ন বাঁকা ভুবন-মনোমোহন,
অধরে অমিয় হাঁসি ঢল ঢল সুধারাশি
অতুল আনন্দে ভাসি স্মরি সে প্রেম-আনন,
অমল উজ্জল জ্যোতি হেরিলে আত্ম-বিস্মৃতি
হৃদয়ে উথলে প্রীতি-পীযূষ রসপ্লাবন,
প্রিয়তম প্রাণসখা একবার দাও হে দেখা
কও কথা মধুমাখা কর প্রেম-আলিঙ্গন,
তোমারে হৃদয়ে ধরি অনিমেষ আঁখি ভরি
হেরি ও রূপ-মাধুরি প্রেমে হয়ে নিমগন,
প্রাণে প্রাণে বিজড়িত বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত,
তোমাতে আত্ম-রন্নিত থাকি আমি অনুক্ষণ।

২৯শে চৈত্র, ১৩২৭

* (১০৫)

রামপ্রসাদী স্থর।

দিনে দিনে দীনের দিন ফুরাল,
দেখিতে দেখিতে মাগো সম্বৎসর কেটে গেল ;
সংসারের বিষানলে দিবানিশি মরি জ্ব'লে
শ্বাসে শ্বাসে পলে পলে শেষের দিন ঘনায়ে এল ;
মাস সম্বৎসর কত গেল নিমেষের মত
প্রাণ এবে ওষ্ঠাগত সমাগত হেরে কাল ;
তুমি কাল-নিবারিণী দুরিত-দুঃখহারিণী
অন্তিমে মা কাঙ্গোরাণী দিও চরণ-কমল।

৩১শে চৈত্র, সংক্রান্তি, ১৩২৭

(১০৬)

ভৈরবী—মধ্যমান।

কেমনে বলিব কিরূপ কেমন সে,
যাঁহারে স্মরিলে প্রাণ বিভোর হয় আবেশে ;
সে হাঁসিমুখ নেহারি আঁখি নিমীলিতে নারি
চির-পিপাসিত প্রাণে চেয়ে থাকি অনিমেষে ;
সে মুখের মধুবাণী শ্রবণে পশে যখনি
অমিয়-পাথারে আমি অমনি যাই গো ভেসে ;
যবে প্রেম-আলিঙ্গনে বুকে করি প্রাণধনে
আকুল আত্ম-মিলনে বুঝিতে নারি প্রাণেশে ;

মনে করিসদা স্মরি মোহনিয়ার সে মাধুরী
স্মরিতে সব পাশরি আত্মহারা হই শেষে।

১৫ই বৈশাখ, ১৩২৮

(১০৭)

ঝিঁঝিট—একতালা

তোমাতে আমাতে চির-মাখামাখি
চির-বিজড়িত প্রাণ,
তোমার কোলেতে জনম মরণ
চিরসুখে অবস্থান,
তোমার রূপেতে আঁখি দু'টী ভরা
তোমার সম্ভাষে কাণ,
তব গুণগানে সরস রসনা
মুখে নামসুধা পান,
তোমার প্রসঙ্গে সর্ব্বাঙ্গে পুলক
নাহি থাকে বাহ্যজ্ঞান,
তোমার চরণ হৃদে অনুক্ষণ
প্রেমাবেশে করি ধ্যান,
শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে
তো বিনা না জানি আন,
তুয়া সনে যেন এ হেন মিলনে
দেহ হয় অবসান।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮

(১০৮)

ঝিঁঝিট—একতালা।

হৃদয় নিকুঞ্জে ফুটেছে জীবনে
যা' কিছু সুরভি কুসুম গো,
সে গুলি তুলিয়া যতনে গাঁথিয়া
রচিয়াছি মালা মোহন গো,
সে মালা লইয়া দোলা নিরমিয়া
হৃদি-পদ্মাসন পেতেছি গো,
আজি তদুপরি ব'সেছেন হরি
কোলে করি প্রাণ-কিশোরী গো,
হৃদয়-স্পন্দনে মৃদুল দোলনে
সে মোহন দোলা দুলিছে গো,
প্রাণের দুলাল দুলালী দুজনে
মধুর মধুর হাঁসিছে গো,
এস হে সবাই আঁখি মুদি ভাই
প্রাণ ভরি হেরি মাধুরী গো,
আবেশে গলিয়া আপনা ভুলিয়া
এ দেহে বিদেহ-বিভোর গো,
আঁখি সনে আঁখি অনিমেষ রাখি
ভাসিয়া প্রেমের প্লাবনে গো,
ও রাঙ্গা যুগল চরণে জীবন
সঁপি যাই সবে মিশিয়া গো।

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ফুলদোল, ১৩২৮

(১০৯)

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

তোমাসনে প্রাণনাথ! প্রাণের চির মিলনে
মজে আছি আজীবন আনন্দে আকুল প্রাণে,
রূপের মাধুরী তব নিতুই নিরখি নব
নিখিল ভুবনে আঁখি উন্মীলন নিমীলনে,
তোমার মাধুর্য্য-রসে বিভোর থাকি আবেশে
অমিয় পরশে উঠি চমকিয়া ক্ষণে ক্ষণে,
তব মধুমাখা বাণী সোহাগে গলিয়া শুনি
চির-হাঁসিমুখ হেরি সুখে ভাসি নিশিদিনে,
তব প্রেম-সুধাপানে মত্ত আছি ধ্যানে জ্ঞানে
তোমাতে রমিত প্রাণে মিশি যেন ও চরণে।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮

(১১০)

খাম্বাজ—চৌতাল।

তুমি হে প্রাণের ইষ্টদেব প্রাণাভিরাম প্রাণের প্রাণ,
তোমার যুগল চরণ নাথ! আমার সাধন ভজন ধ্যান;
তব রূপ হৃদে জাগে অনুক্ষণ যার প্রতিবিম্ব এ বিশ্ব ভুবন,
তোমার মধুর রসে ভরা প্রাণ রসনায় তব মহিমা গান;
সোহাগ-সিঞ্চিত বচন তোমার শুনিলে জুড়ায় পরাণ আমার,
দু'নয়নে বহে প্রেম-অশ্রুধার স্মরিলে তোমার প্রাণের টান;

নিঃশ্বাস প্রশ্বাস-পবনে আমার অপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গ-সুরভি তোমার,
নিত্য অনুভূতি হয় অনিবার আবেগে আকুল হারাই জ্ঞান;
তোমাতে এ হেন থাকি নিমগন জীবনে মরণে হে প্রাণরমণ,
অনিমেষে যেন হেরি অনুক্ষণ হাঁসিমাখা তব ও প্রেম-বয়ান।

২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮

(১১১)

মিশ্র—ঠেকা।

কোটি জন্ম চলে রথ তবু না ফুরায় পথ
সহাস্য বদনে রথী আছেন বসিয়া,
নীরবে নিমেষহীন নয়ন মেলিয়া;
কত লোক লোকান্তর অতিক্রমি নিরন্তর
অনন্তের অভিমুখে যেতেছে চলিয়া,
রথের সারথী কিন্তু আছে ঘুমাইয়া;
যে দিকে পরাণ চায় মত্ত তুরঙ্গম ধায়
বিঘ্ন বাধা পায় পায় গন্তব্যের পথে,
তথাপি সারথী নাহি উঠে নিদ্রা হ'তে;
চড়িয়া এ হেন রথে পড়েছি মহাবিপদে
রক্ষা কর জগন্নাথ বিপদ-তারণ,
রথযাত্রা-দিনে পদে করি নিবেদন।

২৩ আষাঢ় রথযাত্রা। ১৩২৮

(১১২)

কীর্ত্তনের—সুর।

প্রাণের বাসনা মুখে আনিব না
কভু না তুলিব কাণে,
নিমেষ-বিহীন ঝরিবে নয়ন
চেয়ে রব মুখ পানে,
আঁখির মিলনে নীরবে নিঃস্বনে
কথা কব প্রাণে প্রাণে,
ও মুখ-মাধুরী দিবা-বিভাবরী
স্মরিব ধেয়ানে জ্ঞানে,
প্রাণের মাঝারে প্রাণেশ তোমারে
বাঁধিব প্রাণের টানে,
মন প্রাণ হিয়া সব সমর্পিয়া
মিশিব রাঙ্গা চরণে।

৯ই শ্রাবণ ১৩২৮

(১১৩)

কীর্ত্তনের সুর।

(আমার) সকল রসের তুমি হে রসিক
রসময় হৃদি-রঞ্জন,
(আমি) তোমার [illegible]র রসের সাগরে
আছি সুখে চির-মগন,
(তুমি) প্রাণের দেবতা প্রাণে আছ গাঁথা
প্রাণনাথ প্রাণরমণ,
(আমার) পরাণে পরাণে মধুর রমণে
ভুলাও ভুবন-মোহন,
(তুমি) জন্মদাতা পিতা স্নেহময়ী মাতা
রূপ ধরি কর পালন,
(আবার) পতি-পত্নীরূপে বুকে করি সুখে
কর হে প্রেম-আলিঙ্গন,
(আমার) প্রাণ-প্রিয়তম সখারূপে তুমি
বাঁধ হে প্রেমের বন্ধন,
(আবার) শিশুরূপ ধরি দু'বাহু পসারি
দাও কত স্নেহ-চুম্বন,
(আমি) সবার ভিতর প্রাণেশ তোমার
হেরি সদা চাঁদ-বদন,
(আর) নয়নে নয়নে রাখি তোমাধনে
বিভোর থাকি অনুক্ষণ।

১৭শে শ্রাবণ ১৩২৮

(১১৪)

কীৰ্ত্তনের সুর।

(আমি) যা'দেখি যখন যা'করি পরশ
সবার ভিতর তুমি,
(আমার) ঘ্রাণে আস্বাদনে বিরাজ তুমি হে
হৃদি মাঝে অন্তর্যামী,
(মম) জাগ্রত স্বপনে চিরসাথী তুমি
হৃদয়-বল্লভ স্বামী,
(নাথ) তথাপি তোমারে চিনিতে না পারি
কাঁদিয়া আকুল আমি,
(তুমি) সদা সাথ সাথ আছ প্রাণনাথ
তবু পথহারা ভ্রমি,
(আমি) না দেখি তোমারে অনন্ত আঁধারে
প'ড়ে আছি দিবাযামী,
(নাথ) একবার দেখা দাও প্রাণসখা
চাহ মোর পানে তুমি,
(তোমার) নয়নে নয়ন রাখি অনুক্ষণ
চরণে মিশিব আমি।

২০শে শ্রাবণ ১৩২৮

(১১৫)

কীর্ত্তনের সুর।

(নাথ) তোমার ছলনা কিছুই বুঝিনা
অবাক্ হইয়া থাকি,
(শুধু) ও মুখ-মাধুরী [illegible]ন প্রাণ ভরি
হেরি অনিমেষ আঁখি,
(তুমি) কত রূপ ধ'রে ভুলাও আমারে
আপন স্বরূপ ঢাকি,
(আমি) সবার ভিতরে নেহারি তোমারে
কেমনে দিবে হে ফাঁকি,
(নাথ) যে ভাবে যখন দাও দরশন
সেই ভাবে ডুবে থাকি,
(আর) প্রেমাবেশে তব নিত্য অভিনব
মোহন মূরতি দেখি,
(নাথ) যখন যেমন চাহে মোর মন
সেইরূপ হৃদে আঁকি,
(আমি) পরম যতনে পূজি সঙ্গোপনে
পরাণে গাঁথিয়া রাখি।

২১শে শ্রাবণ ১৩২৮

(১১৬)

সিন্ধুখাম্বাজ—মধ্যমান।

তোমার অসীম প্রেম অপরূপ অনুপম
স্মরিলে পরাণ মম উঠে নাথ! উথলিয়া,
কত যতন আদরে রাখ মোরে বুকে ক'রে
অমিয় পরশে তব সোহাগে যাই গলিয়া,
নয়ন রাখি নয়নে চাহ যবে মোর পানে
অনিমেষে হেরি মুখ মনপ্রাণ মোহনিয়া,
হাঁসিমাখা সুধাবাণী শ্রবণে পশে যখনি
অমনি আপন-হারা হই সব পাশরিয়া,
শ্রবণ চিন্তন ধ্যানে স্বপ্ন সুপ্তি জাগরণে
মাখামাখি তোমাসনে আনন্দে আছি মজিয়া,
এ হেন আত্মমিলন সুখে থাকি সর্ব্বক্ষণ
শেষে যেন প্রেমাবেশে তোমাতে যাই মিশিয়া।

(১১৭)

বেহাগ খাম্বাজ—ঠুংরি।

এসহে বস' দু'জনে মম হৃদি-পদ্মাসনে
দুঁহু অঙ্গ এক হ'য়ে শ্রীরাধা রাধারমণ,
হিন্দোল মঙ্গলোৎসবে দুটীতে সুখে দুলিবে
হৃদয় স্পন্দনে মম মৃদু মৃদু অনুক্ষণ,

অধরে মধুর হাঁসি আঁখিভরা প্রেমরাশি
হেরি দুঁহু মুখশশী আনন্দে হব মগন,
হৃদি মাঝে প্রাণেশ্বরে প্রাণেশ্বরী কোলে ক'রে
হিন্দোল দোলনে হেরে জুড়াবে পরাণ মন,
শ্বাস প্রশ্বাস পবনে দোলাইব সে দোলনে
দুলাল দুলালী মম হেরিব ভরি নয়ন,
দোল দিয়া প্রাণনাথে আমিও দুলিব সাথে
ঝুলনে ঝুলিব বুকে জড়ায়ে দু'টী চরণ।

২রা ভাদ্র ঝুলনযাত্রা ১৩২৮

(১১৮)

কীর্ত্তনের সুর।

(মাগো) প্রাণের মাঝারে বিবিধ আকারে
তোমারে রে খছি আঁকি
(তোমার) যখন যেমন রূপে মজে মন
সেই রূপে ভুলে থাকি,
(তখন) এ বিশ্বজগত তোমাতে বিম্বিত
সুন্দর মাধুরী দেখি,
(আর) সে মুখমাধুরী আপনা পাশরি
হেরি অনিমেষ আঁখি,

(আমি) অতৃপ্ত পরাণে সে প্রেম-বয়ানে
বুকে করে সদা রাখি,
(আর) "মা" "মা" ক'রে ভাসি অশ্রুনীরে
প্রাণ ভ'রে তোরে ডাকি।

৭ই ভাদ্র ১৩২৮

(১১৯)

কীর্ত্তনের সুর।

(আমার) হিয়ার ভিতরে প্রতি স্তরে স্তরে
জাগে ও প্রেম-বয়ান,
(তাহে) সুমধুর হাঁসি হেরে হৈ উদাসী
নিমেষে হারাই জ্ঞান,
(আবার) নয়নে নয়ন হইলে মিলন
তোমাতে পশে হে প্রাণ,
(তখন) তোমার ভিতরে বিভোর অন্তরে
সুখে করি অবস্থান,
(নাথ) এ হেন মিলন ভেঙ্গনা কখন
পদে ধরি প্রণিধান,
(যেন) তোমাতে নিহিত থাকি অবিরত
দেহ হয় অবসান।

১১ই ভাদ্র, ১৩২৮

(১২০)

রামপ্রসাদী সুর।

ঐ রূপে সব রূপ মিশেছে,
যে যার আপন রূপ হারায়ে অপরূপ একরূপ ধ'রেছে,
বিবিধ বিভিন্ন রূপ যে যাহা যেখানে আছে
(আমার) প্রাণেশের প্রাণভরা রূপে সবাই আত্ম হারায়েছে,
অরূপে স্বরূপ হেরে মনের আঁধার ঘুচে গেছে
(আমার) প্রাণনাথের রূপসাগরে পরাণ মন মজেছে,
স্বরূপ রূপে মাখামাখি প্রেমরসে প্রাণ মজেছে।
(এখন) স্থাবর জঙ্গম বিশ্বভুবন সকল প্রেমময় হ'য়েছে।

১২ই ভাদ্র ১৩২৮

(১২১)

কীর্ত্তনের সুর।

(ও তার) অমিয় মু'খানি অমিয় চাহনি
অমিয় নিঝর বাণী,
(আবার) অমিয়-মথিত নবনীত জিনি
অমিয় অঙ্গ-লাবণি ;
(ও তার) অমিয় হসিত অমিয় রসিত
অমিয় অধর খানি,

(আবার) অমিয় বাঁশরী অমিয় ফুকারি
করয়ে অমিয় ধ্বনি;
(ও তার) অমিয় সঙ্গীত অমিয় ইঙ্গিত
আকুল করে পরাণী,
(আবার) অমিয় পরশে অমিয় বরষে
অমিয় পরশমণি;
(ও তার) অমিয় রূপের অমিয় নিছনি
পরাণ-মনোহারিণী,
(আবার) অমিয় প্রেমের অমিয় মাধুরী
জুড়ায় তাপিত প্রাণী;
(ও তার) অমিয় মাখান' পরাণ জুড়ান'
বুকে করি পা'দুখানি,
আমি অমিয় সাগরে র'য়েছি বিভোরে
মগন দিন যামিনী।

১৩ই ভাদ্র ১৩২৮

(১২২)

কীর্ত্তনের সুর।

(ও তার) আঁখির পলকে বিজলী ঝলকে
পরাণ পুলকে ভরে,
(আবার) সুমধুর হাঁসি ঢালে সুধারাশি
হৃদয় শীতল করে,
(ও তার) অমিয় বচন প্রেম-রসায়ন
সকল সন্তাপ হরে,
(আবার) মধুমাখা নাম মন-প্রাণারাম
বর্ণে বর্ণে সুধা ক্ষরে,
(ও তার) সকলি মধুর রসের সাগর
স্মরিলে নয়ন ঝরে,
(ও ভাই) অন্তরে বাহিরে আলোকে আঁধারে
হৃদয়ের স্তরে স্তরে,
(সদা) হেরি প্রাণেশ্বরে থাক'রে ভিতরে
জনম জনমান্তরে।

১৪ই ভাদ্র ১৩২৮

(১২৩)

কীর্ত্তনের সুর।

(আমি) সবার চরণ করি পরশন
প্রাণেশ পরশ আশে,
তা'দেখে সকলে না জানি কি বলে
মনে মনে কত হাঁসে!
(আমি) সবার ভিতরে হেরি প্রাণেশ্বরে
বিভোর থাকি আবেশে,
সে কথা সবারে বুঝাব কি ক'রে
যে না তারে ভালবাসে,
(আমার) পরাণ-রমণ মূরতি স্ফুরণ
প্রতি রোম-অবকাসে,
হেরে লাজভয় সঙ্কোচ সংশয়
একেবারে সব নাশে,
(সেই) প্রেমে মাতোয়ারা হ'লে আত্মহারা
চেতনে জড়ে আকাশে,
অন্তরে বাহিরে বিশ্ব-চরাচরে
প্রেমময় পরকাশে।

২০শে ভাদ্র, ১৩২৮

(১২৪)

ভৈরবী—কাওয়ালী।

(আমায়) সে কত ভালবাসে !
সে কথা স্মরিলে প্রাণ বিভোর হয় আবেশে ;
আমি না ডাকি তাহারে তবু সে ছুটিয়া আসে,
আমি থাকি দূরে দূরে সে ফিরে মোর পাশে পাশে,
আমি তারে আছি ভুলে আমারে ত ভোলেনা সে,
আমি না ফিরাই আঁখি নেহারে সে অনিমেষে,
আমি দোষী শত দোষে তবু সে মধুর হাসে
বল গো কেমনে ভাল বাসিব মম প্রাণেশে।

২৫শে ভাদ্র, ১৩২৮

(১২৫)

কীর্ত্তনের সুর।

(নাথ) তোমার অমিয় প্রেমের মাধুরী
যখনি স্মরণ করি,
(আমার) মন প্রাণ হিয়া উঠে উথলিয়া
অতুল আনন্দে ভরি,
(আবার) আমি অপরাধী স্মরিলে শিহরি
সরমে মরমে মরি,

(নাথ) নিজগুণে তুমি এ অধম জনে
রাখ সদা বুকে করি,
(আমি) তোমার মাধুর্য্য রসের মহিমা
কিছুই বুঝিতে নারি,
(শুধু) ও রাঙ্গাচরণ প্রাণ ভরি আমি
হৃদয়ে জড়ায়ে ধরি,
(নাথ) তোমার পরশে মধুর আবেশে
থাকি দিবা বিভাবরী,
(আর) আনন্দে গলিয়া আপনা ভুলিয়া
ও মুখ-মাধুরী হেরি।

৩১শে ভাদ্র, ১৩২৭

(১২৬)

কীর্ত্তনের সুর।

(সদা) আবেশে অবশ সঁপি সরবস
প'ড়ে আছি রাঙ্গা চরণে,
(শুধু) ও মুখমাধুরী আপনা পাশরি
হেরি অনিমেষ নয়নে,
(তব) সুমধুর স্মিত অমিয় তৃষিত
নাহি চাহি আনপানে,
(আমি) শয়নে স্বপনে ধেয়ানে গেয়ানে
হাসি মুখ হেরি প্রাণে,

(ওহে) পরাণ রমণ এই নিবেদন
করিহে জীবনে মরণে,
(যেন) প্রাণভরি হেরি দিবস শর্ব্বরী
তোমার ও চাঁদবদনে,
(আর) নয়ন মুদিয়া তোমাতে মজিয়া
ভাসিহে প্রেমের প্লাবনে,
(নাথ) তব আলিঙ্গন সুখে অচেতন
ত্যজিহে এ ছার জীবনে।

১২ই কার্ত্তিক, ১৩২৮

(১২৭)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

এস হে রাস-বিহারী হৃদি-রাসমঞ্চোপরি
রসময়ী রাসেশ্বরী-প্রাণেশ প্রাণরমণ,
ললিত ত্রিভঙ্গ হ'য়ে সখীগণে সঙ্গে লয়ে
রাই অঙ্গে মিশাইয়ে রাস-রসে নিমগন,
দুঁহু অঙ্গে মেশামিশি দুঁহু হাঁসি-মুখশশী
হেরি প্রেমানন্দে ভাসি মুদিয়া দু'টী নয়ন
সে মধুর ভাব রসে বিভোর থাকি আবেশে
ও রাঙ্গা চরণে পশে যেন হে পরাণ মন।

২৮ শে কার্ত্তিক, রাসপূর্ণিমা, ১৩২৮

(১২৮)

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

ও দু'টী রাঙ্গা চরণে সঁপেছি পরাণ মন
আছি হে আপনা ভুলে তোমাতে হ'য়ে মগন,
অসীম তোমার প্রেম অনুপম অনুক্ষণ
স্মরি আঁখিনীরে ভাসি আবেশে যাপি জীবন,
প্রেমমাখা হাঁসিমুখ রূপরাশি অতুলন
প্রাণের নিভৃত কোণে হেরি আমি নিশিদিন,
তুমি হে আমার পানে কত ভালবাসা প্রাণে
দিবানিশি অনিমেষে ফিরায়ে আছ নয়ন,
নয়নে নয়নে নাথ! এ হেন মধু মিলন
আজীবন ভুঞ্জি সুখে জীবনান্ত হয় যেন,
প্রাণান্তেও প্রাণনাথ! ছাড়িব না শ্রীচরণ
প্রাণের বাসনা পূর্ণ কর' হে প্রাণরমণ।

৯ই পৌষ, ১৩২৮

(১২৯)

কীর্ত্তনের সুর।

দিবস রজনী মুরলীর ধ্বনি
প্রাণে হয় [illegible]াদিত,
সে মধুর স্বরে অমিয় লহরে
সারা বিশ্ব উছলিত;
সে বংশীবদনে পাইব কেমনে
তুষিব তৃষিত চিত্ত,
যে মুখ মাধুরি হিয়া মাঝে স্মরি
প্রা ণ হয় পুলকিত;
(ওসে) অমিয় অধরে অমিয় না ধরে
বংশীস্বরে প্রবাহিত,
(আর) স্থাবর জঙ্গমে মরমে মরমে
সিঞ্চিত করে মোহিত;
(আমি) সে মধুর ধ্বনি প্রেমাবেশে শুনি
সুখে হই চমকিত,
(আর) আপনা ভুলিয়া বিভোর হইয়া
তোমাতে থাকি রমিত।

১৫ই পৌষ, ১৩২৮

(১৩০)

বাউলের সুর।

প্রেমিকের ভাবগতিক বুঝা দায়
(ও তার) পেটের কথা [illegible]বা পায়?
(ও সে) হাস্যমুখে সদাই থাকে (ও তার) জ্বলে প্রাণ যাতনায় ;
(প্রেমিক) চায় না কোন সুখ (প্রেমিক) চায় না কার' মুখ
(সদা) আপন মনে ঘরের কোণে ব'সে কাল কাটায়,
(আর) প্রাণনাথের মুখ হেরে (ওসে) সকল জ্বালা ভুলে যায় ;
(প্রেমিক) দুঃখ তাপ যত সহ্য করে সতত
(ও সে) হো হো ক'রে হেসে হেসে জগত মাতায়,
(সদা) প্রাণের মাঝে প্রাণনাথে (ওসে) হেরে আপনা হারায় ;
প্রেমিক বিভোর অন্তরে ব'সে থাকে চুপ্ করে,
(ওসে) থেকে থেকে প্রাণনাথে ডাকে উভরায়,
(আছে) সহস্রারে চোর কুটুরি (ও সে) সদা বাস করে সেথায় ;
(প্রেমিক) প্রাণ-রমণে প্রাণে রাখে গোপনে,
(সদা) অনিমেষে প্রেমাবেশে (তাঁর) মুখ পানে চায়,
(আর) প্রাণেশের পা'দু'খানি (সদা) বুকে ক'রে প্রাণ জুড়ায়।

৩রা মাঘ, ১৩২৮

(১৩১)

কীর্ত্তনের সুর।

প্রাণে এস হে প্রাণেশ! হৃদি-পদ্মাসনে বস,
আমি দিবানিশি আশাপথ চেয়ে আছি অনিমেষ,
আবেশে অবশ প্রাণে স্মরি আমি ধ্যানে জ্ঞানে
(তোমার) অধরে অমিয় হাঁসি শ্যাম নটবর বেশ,
প্রফুল্ল মুখকমল ঝাঁপি দোলে ঝলমল
(তোমার) মোহন মাধুরি মাখা চাঁচর চিকণ কেশ,
প্রেমমাখা আঁখি দু'টী হৃদে যবে উঠে ফুটি
(আমি) অমনি আপনা ভুলে তোমাতে করি প্রবেশ,
তোমাধনে বুকে করি মহাসুখে যেন মরি
ও রাঙ্গা চরণে নাথ! নিবেদন এই শেষ।

৯ই মাঘ ১৩২৮

(১৩২)

ঝিঁঝিট—একতালা।

আমিহে তোমার তুমিহে আমার তোমা আমা ভরা এ সারা সংসার
তোমার সাকার মূরতি আমি হে তুমি নিরাকার সবার হে,
এ ভবে যা আছে অন্তরে বাহিরে তুমি আছ নাথ সবার ভিতরে
তোমাতে নিখিল জগত নিহিত আমাতে জগত আমার হে,
দর্শন স্পর্শন শ্রবণ চিন্তনে যা' দেখি যা' শুনি যা' ভাবি হে মনে
তার মাঝে প্রতিবিম্বিত মধুর মোহন মূরতি তোমার হে,

যাঁদের বলি হে আমার আমার পিতা মাতা দারা পুত্র পরিবার
তারা সব প্রেমময় প্রিয়তম! তোমারি বিবিধ আকার হে,
তোমাতে আমাতে চির বিজড়িত প্রাণে প্রাণে প্রাণনাথ! আলিঙ্গিত
হেন অবিচ্ছিন্ন আবেশে বিভোর যায় যেন প্রাণ আমার হে।

১০ই মাঘ, ১৩২৮

(১৩৩)

ঝিঁঝিট—একতালা।

সুন্দর হ'তে অতি সুন্দর মধুর হ'তেও মধুরতর
তুমি হে রূপের রসের সাগর আমার প্রাণের ঈশ্বর হে,
তব হাঁসিমাখা বদন মাধুরি আঁখি মুদি হৃদিমাঝে সদা স্মরি,
প্রেমানন্দে ভরি আপনা পাশরি দিবানিশি থাকি বিভোর হে,
সুধামাখা তব সোহাগ বচন শুনিলে জুড়ায় তাপিত জীবন
প্রাণে হয় প্রবাহিত অনুক্ষণ অপুর্ব্ব অমিয় নিঝর হে,
স্মরিলে পরাণ-জুড়ান পরশ পুলকে সর্ব্বাঙ্গ হয় হে অবশ
চিত আকুলিত মধুর হরষ-আবেশে প্রাণেশ আমার হে,
তোমার অসীম প্রেম অনুপম সতত মরমে জাগে প্রিয়তম
অনন্ত মিলন কবে হ'বে মম ও রাঙ্গা চরণে তোমার হে।

২৬শে মাঘ, ১৩২৮

(১৩৪)

কীর্ত্তনের সুর।

প্রাণেশের পাশে হেরি প্রাণেশ্বরী
আনন্দ [illegible]গরে ভাসি,
প্রাণেশের রূপ জ্যোতি অতুলন
প্রাণেশ্বরী মুখে হাসি,
প্রাণেশের প্রতি- বিম্ব প্রাণেশ্বরী
অবিকল রূপ রাশি,
আঁখি উন্মীলন নিমীলনে হেরি
দুঁহু প্রেমমুখ-শশী,
বিভোর অন্তরে বাহিরে ভিতরে
স্মরি আমি দিবানিশি,
প্রাণের আরতি মোহন মূরতি
সকল সন্তাপনাশী,
হিরণ কিরণ মধুর মিলন
আমি বড় ভালবাসি,
নয়নে নয়ন রাখি অনুক্ষণ
যুগল চরণে পশি।

২৭শে মাঘ ১৩২৮

(১৩৫)

ধানশ্রী—একতালা।

(নাথ) তোমারি চরণে সঁপিনু সকলি
শুনি [illegible]রলী তান,
(আমার) জীবন জনম ধরম করম
দেহ বুদ্ধি মন প্রাণ,
(নাথ) শুনিলে বাঁশরি আপনা পাশরি
নিমেষে হারাই জ্ঞান,
(আর) আকুল পরাণে সজল নয়নে
ইতি উতি পাতি কাণ,
(নাথ) ও মুখ মাধুরি স্মরি স্মরি
প্রাণ করে আনচান,
(যেন) মুরলী বদনে হেরিয়া নয়নে
শ্রীচরণে পাই স্থান।

মাঘী পূর্ণিমা, ২৯শে মাঘ, সংক্রান্তি, ১৩২৮

(১৩৬)

খট্ ভৈরবী—একতালা।

ও রাঙ্গা চরণ বুকে করি সুখে
বিভোর হইয়া থাকি,
ও চাঁদ বদনে সুধামাখা হাঁসি
হেরি অনিমেষ আঁখি ;

ও দুটী নয়নে মিলিলে নয়ন
আমাতে না আমি থাকি,
ওরূপে সরূপ অরূপ মিশায়ে
বিশ্বরূপে তাঁরে দেখি ;
ও প্রেম-মূরতি পূজি নিশিদিন
হৃদয়-কমলে আঁকি,
ও প্রাণরমণে প্রেম-আলিঙ্গনে
মাখামাখি সদা থাকি।

৯ই চৈত্র ১৩২৮

(১৩৭)

ভৈরবী—আড়া।

অনাদি অনন্ত কাল যাঁর শ্রীচরণে
নিমেষের মত লয় হয় প্রতিক্ষণে,
তাঁর মুখ পানে চাহি আছি আজীবন
নাজানি বরষ আসে যায় বা কখন,
কত কোটি নাম রূপ আমারে ধরিয়া
একে একে ও চরণে গিয়াছে মিশিয়া,
বিন্দুমাত্র কিন্তু নাহি অনুভূতি মোর
সে মুখমাধুরী হেরি রয়েছি বিভোর,